RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি

বিশেষ কারণবশত ১৩ সেপ্টেম্বর - ২৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত পূর্বোত্তরের ইস্যু ৮ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ সালে প্রকাশ করা হলো।

বর্ষ: ২৮, সংখ্যা: ১৮, কোচবিহার, শুক্রবার, ৬ সেপ্টেম্বর - ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 28, Issue: 18, Cooch Behar, Friday, 6 September - 19 September, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

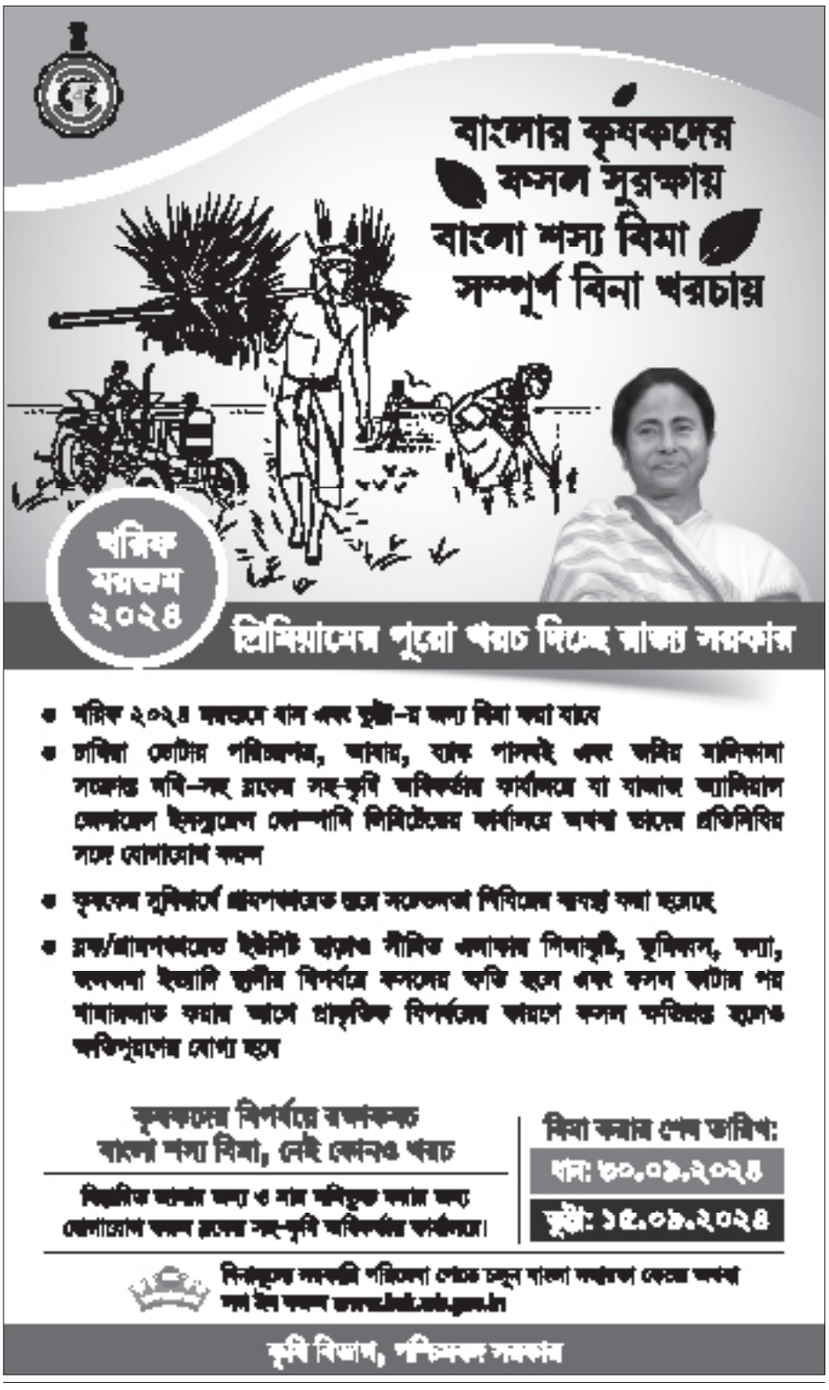

বেহাল সড়ক, দুর্ঘটনার আশঙ্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রেলের লেভেল ক্রসিং যেন মৃত্যুফাঁদ। ওই রাস্তায় পিচের আস্তরণ উঠে গিয়ে বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। লেভেল ক্রসিং পারাপারে বিপাকে পড়ছেন নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে গাড়ির চালকরা। রাস্তায় গর্ত থাকায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। ট্রেন চলে যাওয়ার পর গেট খুললে যানজট তীব্র আকার ধারণ করে। কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা সড়কের হরিণচওড়ায় রাজ্য সড়কের ওই বেহাল অংশ দ্রুত সংস্কারের দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা। শুধু তাই নয়, তোর্সা সেতুরও বেহাল অবস্থা দাঁড়িয়েছে। তোর্সা সেতুর উপরের পিচের আস্তরণ উঠে গিয়েছে। তাতে যে কোনও সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। নিত্যযাত্রীদের কয়েকজন বলেন, 'লেভেল ক্রসিংয়ের লাগোয়া রাস্তায় বড় গর্ত থাকায় বাইকের চাকা আটকে যাচ্ছে। টোটো, সাইকেল নিয়েও যাতায়াতে অসুবিধে হচ্ছে। অনেকসময় টোটো দুর্ঘটনায় পড়ে যাচ্ছে। আবার ট্রেন চলে যাওয়ার পর গেট খুললে গর্তের কারণে যানজট হচ্ছে।' এনিয়ে পূর্ত (সড়ক) দফতর কোচবিহার ডিভিশনের নির্বাহী বাস্তকার সুরজিৎ সরকার সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, রাস্তাটি পূর্ত দফতর দেখাশোনা করলেও লেভেল ক্রসিংয়ের অংশ রেলের অধীনস্থ। তাই সেখানে সংস্কার কাজে সমস্যা রয়েছে। স্বাধীনতার আগে থেকেই কোচবিহার-বামনহাট পর্যন্ত রেল যোগাযোগ চালু হয়। নানা কারণে মাঝখানে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফের ট্রেন চলাচল শুরু হয়। দুর্ঘটনা এড়াতে হরিণচওড়ায় লেভেল ক্রসিং তৈরি করা হয়। দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা মহকুমা সহ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার বহু মানুষ রোজ এই লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে যাতায়াত করেন। অসংখ্য গাড়ি চলাচল করে। কিন্তু কিছুদিন ধরে লেভেল ক্রসিংয়ে রাজ্য সড়কের বেহাল দশায় উদ্বিগ্ন নিত্যযাত্রী ও চালকরা।

এবার বদলি করা হল কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজের এমএসভিপিকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: একাধিক অভিযোগ ওঠার পরেই নড়েচড়ে বসল স্বাস্থ্য দফতর। ৩০ আগস্ট শুক্রবার স্বাস্থ্য দফতর নির্দেশিকা জারি করে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি রাজীব প্রসাদকে সরিয়ে দেয়। এমএসভিপির দায়িত্ব দেওয়া হয় কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ইএনটি বিভাগের প্রধানের দায়িত্বে থাকা সৌরদ্বীপ রায়কে। রাজীব প্রসাদকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ফরেন্সিক বিভাগের অধ্যাপকের দায়িত্বে বদলি করা হয়েছে। তিনি আগেও ওই দায়িত্বে ছিলেন। আরজি কর কান্ডের মধ্যেই এমএসভিপির বিরুদ্ধে একাধিক পুরনো অভিযোগ নিয়ে নতুন করে সরগরম হতে শুরু করেছিল মেডিক্যাল কলেজ। তার জেরেই এমএসভিপিকে বদলি করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজীব প্রসাদ অবশ্য তা মানতে চাননি। তিনি বলেন, "ছয় বছর ধরে দায়িত্বে সামলেছি। নির্দেশ মতো কাজ করেছি। একটি জেলা হাসপাতালকে মেডিক্যাল কলেজের উন্নীত করতে পেরেছি বলেই মনে করি। হাসপাতালের সমস্ত কর্মীর সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক। যে দু'একজন কাজ করত না তাঁরাই অভিযোগ করেছিল। সে সব ভিত্তিহীন। এই বদলি স্বাভাবিক। অভিযোগের কারণে বদলি এমন দাবি ঠিক নয়।" কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "সরকারি চাকরিতে বদলি হয়। উনিও হয়েছেন। তাছাড়া কোনও বিষয় আছে বলে জানি না।" গত ছয় বছর ধরে তিনি কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজের এমএসভিপির দায়িত্বে ছিলেন। ওই সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুললেও তাঁর চেয়ার কেউ টলাতে পারেননি। রাজীব প্রসাদের বিরুদ্ধে ২০২৩ সালে লক্ষ লক্ষ টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন মেডিক্যাল কলেকের একাউন্টসের দায়িত্বে থাকা অফিসার নুরুউদ্দিন মল্লিক। এমনকী তিনি দার্জিলিংয়ের নকশালবাড়ির

বাড়িতে থেকেও অন ডিউটি দেখাতেন বলে অভিযোগ। সেই অভিযোগের তদন্ত শুরু হলেও আদতে কিছু হয়নি। পাঁচ মাস আগে মেডিক্যাল কলেজের ফরেন্সিক বিভাগের একসময়ের প্রধান তনয় মহন্ত অভিযোগ করেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাল্টে দিতে চাপ তৈরি করতেন এমএসভিপি। এমনকী মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষাতেও অনৈতিকভাবে নম্বর বাড়িয়ে দিতেন তিনি। এসব নিয়ে স্বাস্থ্য দফতরে অভিযোগ করায় তাঁকেই কোচবিহার থেকে এসএসকেএমে বদলি করে দেওয়া হয়। আরজি কর কান্ডের পর নতুন করে সমস্ত বিষয় নিয়ে নতুন করে অভিযোগ নিয়ে আলোড়ন পড়ে যায়। এরপরেই রাজীব প্রসাদকে বদলি করে দেওয়া হয়।

আরজি কর নিয়ে আন্দোলনে বাম ছাত্র ও যুব সংগঠন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে এবারে পথে নামল বাম যুব ও ছাত্র সংগঠন। ৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পুলিশমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে রাতভর আন্দোলনের ডাক দেয় সিপিএমের একাধিক শাখা সংগঠন। উপস্থিত থাকার কথা ছিল বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের। কিন্তু শেষপর্যন্ত উপস্থিত হতে পারেননি। এদিন দুপুরে কোচবিহার সুনীতি রোডে ঘাসবাজারে আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করে একাধিক বাম সংগঠন। এসএফআই রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি অর্ণব দাস কোচবিহারের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "যতক্ষণ না পর্যন্ত তিলোত্তমা বিচার পাবে ততক্ষণ আমরা রাস্তার দখল ছাড়ছি না। আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।"

সিপিএমের যুব সংগঠনে ডিওয়াইএফআইয়ের কোচবিহার জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য শুভ্রালোক দাস বলেন, "আরজি করের ঘটনা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। অভিযুক্তদের শাস্তি না পাওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে।" রাতভর আন্দোলন সফল হয়েছে বলেও দাবি করেন বাম যুব সংগঠনের সদস্যরা। ৪ সেপ্টেম্বর জুনিয়র ডাক্তারদের ডাকে রাতে বিদ্যুৎ বাতি নিভিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনেও সামিল হন বহু মানুষ। ওই বার্তা সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা ওই আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে ওই আন্দোলনের সমর্থনে প্রচার করেছেন। তিনি সবাইকে ওই আন্দোলনে সামিল হওয়ার আবেদনও জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "আরজি করে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে সর্বস্তরের মানুষের প্রতিবাদ রয়েছে। এই প্রতিবাদ আরও জোরদার করতে হবে। জুনিয়র চিকিৎসকরা বাতি নিভিয়ে আন্দোলনের ডাক দেয়। সেই আন্দোলনে প্রত্যেকের সামিল হওয়া উচিত বলে মনে করেছি। সে কারণেই তা নিয়ে প্রচার করছি। মানুষ তাতে সাড়াও দিয়েছে।" তৃণমূল অবশ্য দাবি করেছে, এর পিছনে পরিকল্পিত রাজনীতি রয়েছে। আরজি করের ঘটনার বিচার চাওয়া এদের উদ্দেশ্য নয়। ক্ষমতা দখল এদের প্রধান উদ্দেশ্য।

পুজোর আগে কাশফুলের দেখা মিলল।

রিসার্চ এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন কোচবিহারের ঋতম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দ্য জুওলজিক্যাল সোসাইটি থেকে রিসার্চ এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেতে চলেছেন কোচবিহারের ঋতম চট্টোপাধ্যায়। তিনি পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। ২৬ শে সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর হীরালাল চৌধুরী হলঘরে ৭৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে তার হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। বিষয়টি জানাজানি হতেই খুশির হাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঋতমের ওরাল ক্যান্সার, স্টেম সেল এবং হেমাটোলজিতে অভিজ্ঞতা রয়েছে। এছাড়াও তার গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য বিদেশী সংবাদপত্র এবং বেশ কয়েকটি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণা সংক্রান্ত কাজের ভিত্তিতেই তিনি এই পুরস্কার পেতে চলেছেন। ঋতম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণিবিদ্যায় স্নাতকোত্তর এবং কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন থেকে পিএইচডি করেন। এরপর তিনি খড়্গপুর আইআইটি থেকে পোস্ট ডক্টরেট করেন। পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। সম্প্রতি তিনি কানাডার এক গবেষকের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ঋতম বলেন, 'যে কোনও পুরস্কারপ্রাপ্তিই সৌভাগ্যের। এই ধরনের পুরস্কার পাওয়ায় কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আরও বাড়ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপকদের সাহচর্য ছাড়া এটা কখনোই সম্ভবপর ছিল না।'

মেডিক্যাল কলেজে প্রতিনিয়ত পাখির ডাক সতেজ রাখছে আন্দোলনকারীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: সকাল হয় পাখির ডাকে। আবার সন্ধ্যা নামে পাখিদেরই গানেই। বছরভর এই ছবিটা দেখতেই অভ্যস্ত বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মী, রোগী থেকে আত্মীয় পরিজনেরা। হাসপাতাল ক্যাম্পাস জুড়ে অজস্র শিরিশ, কৃষ্ণচূড়া, রাধা চূড়া, ছাতিম সহ অজস্র গাছের ছড়াছড়ি। আর সেই সব গাছেই স্থায়ী আস্তানা অসংখ্য নাম জানা-না জানা পাখির। ভোরের আলো ফুটতেই পাখির দল আকাশে উড়ে যায়। দিনান্তে ফেরে নিজেদের বাসায়। এইভাবেই দিন, মাস ঘুরে বছর কেটে যায়। তবে দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম নামি এই সরকারী চিকিৎসাকেন্দ্রে পাখিদের যাওয়া

আসা বন্ধ হয় না কখনও। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ আর ঝাঁক বেঁধে উড়ে বেড়ানোর দৃশ্য দেখতে পছন্দ করেন সকল চিকিৎসক থেকে হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীর আত্মীয় পরিজনেরা। চিকিৎসক ইরাবতী চক্রবর্তী বলেন, "হাসপাতালে তো 'জীবন-মৃত্যু চলতেই থাকে', তার মাঝে পাখিদের এই কলরব মনকে অনেকখানি প্রশান্তি দেয়।" এই হাসপাতালের ইন্টার্ণ শঙ্খদীপ পাল জানান, এই মুহূর্তে হাসপাতালে আন্দোলনে চলছে, পাখিদের এই কলরব আন্দোলনের সুর যেন ধরিয়ে দিচ্ছে। সব মিলিয়ে পাখিদের এই উপস্থিতিতে অন্যরকম ভালো লাগা কাজ করে বলে তিনি জানান।

দিনহাটায় আন্দোলনকারীদের উপরে হামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে ডাকা মহিলাদের মিছিলে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ২৮ আগস্ট বুধবার ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের দিনহাটায়। অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। পুলিশ আন্দোলনকারী মহিলাদের সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদক আন্দোলনকারী মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "কলকাতা যাবেন? সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়ে আন্দোলনে বসুন না।" দিনহাটা থানার আইসির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আইসি জয়দীপ মোদক অবশ্য সাংবাদিকদের জানান, আন্দোলনকারী মহিলারা পুলিশের সামনেই দাবি করছেন তদন্ত ঠিকমত হচ্ছে না। সে সময় তিনি তাদের বলেছেন তদন্ত করছে সিবিআই। পুলিশের কোন হাত নেই। সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়ে ওই দাবি করতে পারেন। পুলিশ দাবি করেছে, এর আগেও মহিলারা দিনহাটায় আন্দোলন করেছে পুলিশ তাদের নিরাপত্তা দিয়েছে।

তৃণমূল অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে। দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ দাবি করেন, ওই মিছিলে কেউ হামলা করেননি। তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, কেউ যদি অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেয় তাহলে তো কেউ পুজো করতে পারে না। তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, ওই দিন বিজেপির বনধ ছিল। বনধ চলাকালীন কয়েকজন মহিলা মিছিলের আয়োজন করে। সেই সময় তৃণমূলের অনেক মহিলাও সেখানে ছিল। তৃণমূলের মেয়েরা সবাইকে পতাকা ছাড়া একসঙ্গে মিছিল করার আবেদন জানায়। কারণ সবাই আরজি করের ঘটনার বিচার চেয়েছে। তাতে কেউ রাজি হয়নি। পুলিশও বারে বারে তাদের কাছে হাতজোড় করে চলে যেতে বলেছে। কারণ বনধের ডিউটিতে পুলিশের চাপ বেশি ছিল। তাঁরা কেউ কথা শোনেনি বলেই পুলিশ সিজিও কমপ্লেক্সে আন্দোলনের কথা বলেছে। এটা নেহাতই কথার কথা। রাজ্যের শাসক দল আরও দাবি করে, অরাজনৈতিক বলে যারা আসলে ওই মিছিলের ডাক দিয়েছেন তারা এসএফআই করেন। ওই ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বিজেপির প্রাক্তন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন ফোঁস করে উঠতে। ফোঁস করে বিষধর সাপ। সেক্ষেত্রে তৃণমূলে কিছু বিষধর মানুষ রয়েছে তা প্রামাণিত হল। এই বিষধর সাপরাই সমাজের সাধারণ মানুষের ক্ষতি করতে পারে। দিনহাটায় তৃণমূলে এমন মানুষ রয়েছেন, যেটা আমরা আগে থেকেই বলেছি। তারাই সাধারণ মহিলাদের মিছিলের উপরে হামলা করেছেন। তারা যাতে নিজেদের অধিকার ও নিরাপত্তার কথা বলতে না পারে সে জন্যেই হামলা।" বুধবার বিকাল ৪ টায় ওই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, ঠিক একইসময়ে সেখানে জমায়েতের ডাক দেয় রাজ্যের শাসক দল। এরপরে মিছিলের স্থান বদল করে হেমন্ত বসু কর্নারে নিয়ে যায় মহিলারা। সেখানেই তৃণমূল মিছিল করে হাজির হয় বলে অভিযোগ। এক আন্দোলনকারী বলেন, "আমাদের উপরে হামলার ছক আগেই তৈরি করা হয়েছিল। আন্দোলনকারীরা জমায়েত হতেই আমাদের ঘিরে ধরে শাসক দলের দুষ্কৃতীরা পুলিশের সামনেই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে। দিনহাটায় মিছিল করলে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছে। দিনহাটাতে মেয়েরা নিরাপদে নেই। রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন শাসকের দলদাসে পরিণত হয়ে উঠেছে।"

আরজি করের প্রতিবাদে আবারও পথে নামল ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদে আবারও পথে নামল ছাত্রছাত্রীরা। ৩১ আগস্ট কোচবিহারের সাহেবেরহাটে স্কুল ছুটির পরে একদল ছাত্রছাত্রী আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে মিছিল করতে শুরু করে। প্রত্যেকেই আরজি করের ঘটনায় অভিযুক্তদের চরমতম শাস্তির দাবি করে মিছিল থেকে। শিক্ষা দফতরের তরফে দিন কয়েক আগেই একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল যাতে স্কুলের সময়ে ছাত্রছাত্রীরা কোনও আন্দোলনে সামিল না হয়। সেই নির্দেশের ফাঁক গলে ছুটির পরেই প্রত্যেকেই আন্দোলনে সামিল হয়েছে। কোচবিহার জেলার এক স্কুল পরিদর্শক বলেন, "বিষয়টি আমাদের জানা নেই। ছুটির পরে ছাত্রছাত্রীরা তো স্কুলের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। তাই মিছিলে সামিল হলেও আমাদের কিছু করণীয় থাকে না।" ছাত্রছাত্রীদের কয়েকজন কথায়, "আরজি করে যে ঘটনা ঘটেছে তা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের চরমতম শাস্তি চাই। সে কারণেই আন্দোলনে সামিল হয়েছি।" ছাত্র-ছাত্রী নয় এদিন একাধিক সামাজিক সংগঠনের তরফেও বিক্ষোভ-আন্দোলন হয়। কোচবিহারের সুনীতি রোডে একটি সামাজিক সংগঠনের তরফে প্রতিবাদ সভা হয়। ওই সংগঠনের রাখী কাঞ্জিলাল বলেন, "আবৃত্তি-বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আমরা আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে।"

এদিন আরজি কর নিয়ে দলনেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ব্লকে ব্লকে মিছিল করে তৃণমূল। কোচবিহার জেলার প্রত্যেকটি ব্লকে তৃণমূল ওই মিছিল করেছে। দিনহাটাতে আরেকটি মিছিলে ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। কোচবিহার শহরেও মিছিল করে তৃণমূল। দিনহাটা শহরের হেমন্ত বসু কর্নার থেকেও তৃণমূলের মিছিল বের হয়ে পাঁচ মাথার মোড়ে শেষ হয়।

পদত্যাগ করে দেখান! মমতাকে চ্যালেঞ্জ নিশীথের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মিথ্যেবাদী, পদত্যাগ ইস্যুতে এবার মুখ খুললেন প্রাক্তণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। ১২ সেপ্টেম্বর নবান্নতে বসেই জনগণের স্বার্থে পদত্যাগ করতে রাজি বলে জানিয়েছেন প্রশাসনিক প্রধান মমতা ব্যানার্জী। আর এইধরনের মন্তব্যকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। এবার এই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীকে এককভাবে একহাত নিলেন বিজেপির এই প্রাক্তন সাংসদ। "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মিথ্যেবাদী, আমরা বিভিন্ন সময়ে নানান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওনার এই রূপ দেখেছি। একদিকে তিনি বলছেন, তিলোত্তমার বিচার চাই, আবার যারা এই খুন ধর্ষনের সঙ্গে যুক্ত তাদের রক্ষা করতে রাজ্যবাসীর করের টাকায় ২১ জনের নামিদামি উকিল নিযুক্ত করছেন সুপ্রীম কোর্টে। আজ উনি বলছেন ৩০ দিনেও কেনো বিচার হয়নি, অথচ উনি নিজেই পুলিশ, এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী।" সম্প্রতি এক ভিডিও বার্তায় এসব বলেন নিশীথ প্রামাণিক। তাঁর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলে মানুষ বুঝবে তিনি সত্যি কথাও বলেন। তবে, বিজেপি নেতা এবং কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ দাবি করেছেন যে আর জি করের মতো ঘটনা আরও ঘটে গেলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ করবেন না। তার মতে, তিনি ক্ষমতার লোভী। একই সঙ্গে তিলোত্তমার নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাও তুলে ধরেন তিনি। তিনি আসলে কি চান? প্রশ্ন বিজেপি নেতার।

আরজি কর নিয়ে জনতার এজলাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে শুরু হল জনতার এজলাস। মঙ্গলবার ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর কোচবিহার সাগরদিঘি লাগোয়া ক্ষুদিরাম স্কোয়ারে ওই জনতার এজলাস শুরু হয়। চিকিৎসক ও বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে সন্ধ্যে ৭ টা থেকে ৯ টা পর্যন্ত জনতার এজলাস বসছে।

প্রথমদিন জনতার এজলাসে পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন চিকিৎসক পম্পি ভট্টাচার্য্য, নীহার হোড় বাণিকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ চক্রবর্তী। উপস্থিত নাগরিকবৃন্দ জনতার এজলাসে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। এজলাসকে সমর্থন জানিয়ে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে পুলক কান্তি বিশ্বাস, নাট্যকর্মী পায়েল পাল, কৃষানু গোস্বামী, শিল্পী রত্না রায় তালুকদার, কৃষ্ণ সাহা সহ বারো জন ওই এজলাসে মতামত ব্যক্ত করেন। পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যরা জনতার এজলাসে বক্তব্য রাখেন। সকলের মতামতের ভিত্তিতে আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যে ৭ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত ক্ষুদিরাম স্কোয়ারে জনতার এজলাস বসবে।

ফের হুঁশিয়ারি উদয়নের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের বিরোধীদের হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের মন্ত্রী। ১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় দিনহাটার পাঁচ মাথার মোড়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা তৃণমূলের দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহ বলেন, "ওরা যদি একটা দংশন করে তাহলে আমাদের পাঁচটা দংশন করতে হবে। ওরা একটা দাঁত বসালে আমাদের পাঁচটা দাঁত বসাতে হবে। তাহলে বিরোধীদের মিথ্যাচার বন্ধ হবে।" দিন কয়েক আগেই আঙুল ভেঙে দেওয়ার নিদান দিয়েছিলেন উদয়ন। ফের তার ওই হুঁশিয়ারিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দিনহাটায় আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদে আন্দোলন করতে গিয়ে দিনহাটায় আক্রান্ত হওয়ায় অভিযোগ একাধিকবার তুলেছেন আন্দোলনকারীরা।

আরজি কর কান্ডের পর কলকাতা থেকে কোচবিহার সর্বত্র শুরু হয় আন্দোলন। ওই ঘটনা নিয়ে তেড়েফুঁড়ে ময়দানে নামে বিরোধীরাও। এমন অবস্থায় কোণঠাসা হয়ে পড়ে তৃণমূল। সেই অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে ধারাবাহিক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে তৃণমূল। সে মতোই আরজি কর ঘটনার অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবি এবং সিবিআই তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে সোমবার ব্লকে ব্লকে মহিলা সভা করে রাজ্যের শাসক দল। সেই সভাতে যোগ দেন জেলা তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা। সেই সভা থেকে বিরোধীদের লক্ষ্য করে একের পর এক তোপ দেগেছেন জেলা তৃণমূলের নেতারা। দিনহাটার সভায় উদয়ন বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী চেয়েছিলেন সাতদিন রাজ্য পুলিশকে সময় দেওয়া হোক। রাজ্য পুলিশ না পারলে সিবিআইকে তদন্তের ভার দেওয়া হোক। কিন্তু আদালত তা দেয়নি। আরজি কর কান্ডের ঘটনার দায়িত্ব নেওয়ার পর এতদিন কেটে গেলেও এখনো সিবিআই কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। যে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে রাজ্য পুলিশ গ্রেফতার করেছে।" বিজেপির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে গোটা রাজ্যের মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। চারদিকে প্রতিবাদ আন্দোলন হচ্ছে। তৃণমূল যেভাবে তদন্তে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে তা নিয়ে মানুষ ক্ষুব্ধ। আর তাতেই খেই হারিয়ে ফেলে ভয় দেখানোর চেষ্টায় নেমেছেন তৃণমূল নেতারা।"

পথনাটকে আরজি করের প্রতিবাদ কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে এবারে পথনাটক হল কোচবিহারে। ১ সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় কোচবিহারে সাগর দিঘি চত্বরে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে পথনাটক নিয়ে হাজির হন নাট্যশিল্পীরা। আগে থেকেই সেখানে প্রতিবাদ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সে মতো ভিড়ও করেছিলেন সাধারণ মানুষ। প্রচুর পথচলতি মানুষও সেই নাটক দেখতে দাঁড়িয়ে পড়েন। প্রত্যেকের মুখেই ছিল একটি দাবি, "আরজি করের ঘটনায় দোষীদের শাস্তি চাই।" আরজি কর নিয়ে গোটা রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছে কোচবিহারে। ঘটনার পর থেকে প্রতিদিন প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে। গান-নাটক-কবিতায় প্রতিবাদ হয়েছে। মানববন্ধন গড়ে তুলেছেন সাধারণ মানুষ। এবারে তার সঙ্গে যুক্ত হল পথনাটক।

বেশ কয়েক মিনিটের ওই নাটকে আরজি করের ঘটনার পুরো বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। কিভাবে ওই ঘটনাকে ঘিরে রাজনীতি হচ্ছে, কি কি ভাবে ঘটনাকে আড়াল করার চেষ্টা হয়, তেমন নানা বিষয় নাটকের মাধ্যমে উঠে আসে। নাটকের লেখক ও নির্দেশক তমোজিৎ রায় জানিয়েছেন, 'ব্রাত্য সেনা' নাট্যদলের পক্ষ থেকে পথনাটক করা হয়েছে। তিনি বলেন, "আরজি করের ঘটনা নিয়ে গোটা রাজ্য, দেশ, পৃথিবী প্রতিবাদে নেমেছে। আমাদের প্রতিবাদের ভাষা নাটক। আমরা পথনাটকের মাধ্যমেই প্রতিবাদ তুলে ধরছি। "এদিন কোচবিহার সাংস্কৃতিক কর্মী ঐক্য মঞ্চের ডাকে রবীন্দ্রভবনের সামনে থেকে প্রতিবাদ মিছিল হয়। সেই মিছিলেও প্রচুর মানুষ ভিড় করেন। ওই নাটক ধারাবাহিক ভাবে আরও বহু জায়গায় উপস্থাপন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

প্রমাণ লোপাটে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি উদয়নের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে আরজি কর কান্ডে যারা প্রমাণ লোপাটে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি তুলল রাজ্যের শাসক দলেরই এক মন্ত্রী। তিনি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। উদয়ন কোচবিহারের দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক। স্বাভাবিক ভাবেই তার ওই দাবি নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, অভিযুক্তদের কেন গ্রেফতার করছে না সিবিআই। ফেসবুকে তিনি লিখেছেন, "ধরা যাক প্রমাণ লোপাটের জন্য সিবিআই ঠিক মতো তদন্ত করতে পারছে না। তাহলে যারা প্রমাণ লোপাট করলো তাদের ধরছে না কেন?" সমাজমাধ্যম থেকে শুরু করে একাধিক জায়গায় আরজি কর কান্ডের প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ নিয়ে সরগরম। প্রতিদিনই কোনও না কোনও বিষয় সামনে উঠে আসছে। এই সময়ে উদয়নের ওই পোষ্ট ঘিরে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিরোধীদের দাবি, আরজি কর কান্ডের প্রথমদিন থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন সামনে উঠে এসেছে। রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের বাঁচাতেই এখন তৃণমূল নেতৃত্ব নানা কথা তুলে ধরছেন। উদয়ন বলেন, "অনেকেই প্রমাণ লোপাটের কথা বলছেন। সিবিআই তদন্তের তো বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল। তাহলে যারা প্রমাণ লোপাট করেছে তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না কেন? আমি সে কথাই বলেছি। এই প্রশ্নটাও সামনে আসা উচিত।" বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "আরজি করে যেদিন ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে সেই সময় থেকে যা যা ঘটেছে সবই তো মানুষ জেনে গিয়েছে। প্রমাণ লোপাটের যে চেষ্টা হয়েছে তা তো আর কারও অজানা নয়। স্বাভাবিকভাবেই সিবিআই তদন্তে সব উঠে আসবে বলেই মনে করছি।" আরজি কর কান্ডে নিয়ে এখন সরগরম গোটা রাজ্য। কোচবিহারেও সেই উত্তাপ রয়েছে। ওই ঘটনার তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়েই এখন সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ বেশি। তা নিয়ে সমাজমাধ্যমেও অনেক প্রশ্ন উঠে আসছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, কেন ওই চিকিৎসকের পরিবারকে জানানো হয় তিনি আত্মহত্যা করেছেন। কেনই বা সেমিনার রুমের পাশের ঘরে ভাঙা হয়। সেমিনার হলে মানুষের ভিড় নিয়েও ওঠতে শুরু করেছে নানা প্রশ্ন। এমন অসংখ্য প্রশ্ন নিয়ে ময়দানে নেমেছে বিরোধীরাও। বিরোধীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে, অপরাধীদের বাঁচানোর জন্যেই প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হয়েছে। বিরোধীদের নিশানায় রয়েছে রাজ্য সরকার। স্বাভাবিক তৃণমূল নেতৃত্বও পাল্টা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। সে মতোই উদয়ন এদিন প্রশ্ন তোলেন বলে মনে করা হচ্ছে। বিরোধীদের অবশ্য দাবি, এসব কথা বলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন শাসক দলের মন্ত্রী। তাতে কোনও লাভ হবে না।

এবারেও গণেশ বন্দনায় মাতলেন পার্থ-নিশীথ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারেও গণেশ বন্দনায় মাতলেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় এবং বিজেপির প্রাক্তন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। দু'জনেই রাজনীতিতে এখন কোণঠাসা। দু'জনেই জানিয়েছেন, ধারাবাহিকভাবেই তারা গণেশ পুজো করছেন। এবারেও তার আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজনেও কোনও খামতি থাকছে না। দিন কয়েক ধরে ধুমধাম করে ওই পুজো হয়েছে।

পার্থপ্রতিমের গণেশ পুজোর আয়োজন করেছে কোচবিহার শহরের মনদা'র মোড়ে। পার্থপ্রতিম জানিয়েছেন, এবারে চার বছরে পা দিয়েছে গণেশ পুজো। পার্থপ্রতিম যখন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন সেই সময় তিনি ওই পুজো শুরু করেছিলেন। এবারে ৬ সেপ্টেম্বর বড় শোভাযাত্রা করে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হয় মণ্ডপে। ৭ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে শুরু হয় পুজো। ওই দিন প্রায় চার হাজার মানুষের মধ্যে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সেই সঙ্গে বিলি করা হয় কয়েক হাজার লাড্ডু। ওইদিন সন্ধ্যায় 'লোকদরিয়া' লোকসঙ্গীতের ঢালি নিয়ে হাজির ছিল। সন্ধ্যে থেকে ভিড়ও উপচে পড়ে পুজো মণ্ডপে। ৮ সেপ্টেম্বর বাংলা ব্যান্ড 'মৈনাক' মঞ্চ কাপিয়েছে। ওইদিনও ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। ৯ সেপ্টেম্বর হয় প্রতিমা বিসর্জন। পার্থপ্রতিম বলেন, "এবারে পাঁচ লক্ষ টাকা বাজেট ধরা হয়েছে। আমরা সবাই মিলে পুজোর আয়োজন করছি। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।" দিনহাটার ভেটাগুড়িতে গত দশ বছর ধরে গণেশ পুজো করছে নিশীথ প্রামাণিক। এ বছরও হয়েছে তাঁর পুজো। যুব তৃণমূলে থাকার সময় ভেটাগুড়ি ফুটবল মাঠে বিগ বাজেটের পুজোর আয়োজন করেছিলেন নিশীথ। পরবর্তীতে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর কোচবিহারের সাংসদ এবং মন্ত্রী হয়েও পুজো করেন। গত দুই বছর অবশ্য বাড়ির সামনেই আগের তুলনায় কিছুটা ছোট আকারে পুজো করেন নিশীথ। প্রাক্তন মন্ত্রী নিশীথ জানান, এ বছরও ধুমধাম করে নিষ্ঠা সহকারে গণেশ পুজো হয়েছে।

বিক্ষোভে সামিল না হওয়ায় ছাত্রীকে আটকে রাখার অভিযোগ টিএমসিপির বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের ডাকে আন্দোলনে সামিল না হওয়ায় এক ছাত্রীকে কলেজের একটি রুমে আটকে রাখার অভিযোগ উঠল টিএমসিপির বিরুদ্ধে। ৩০ আগস্ট বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের দিনহাটা কলেজে। ওই ঘটনা নিয়ে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। ওই ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। শাসক দলের ছাত্র সংগঠন টিএমসিপি অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

দু'দিন আগেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটি কলেজের গেটে বিক্ষোভের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে মতোই শুক্রবার কোচবিহারের প্রত্যেকটি কলেজের গেটে বিক্ষোভ করেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। দিনহাটা কলেজে অভিযোগ উঠেছে, টিএমসিপির আন্দোলনে সামিল না হওয়ায় কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে আটক করে রাখা হয়। তাঁদের মধ্যে একজন অসুস্থ হয়ে পড়ে। যদিও ছাত্র-ছাত্রী বা তাঁর পরিবারের তরফ থেকে কোনও অভিযোগ করা হয়নি। ওই ছাত্রীদের মধ্যে একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দিনহাটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে তাকে দেখতে যান কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল আউয়াল। তিনি অবশ্য ওই বিষয়ে কিছু বলতে চাননি। এআইডিএসও'র পক্ষে দাবি করা হয়েছে, আরজি করের ঘটনা নিয়ে সকলেই প্রতিবাদ করছে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দিনহাটা কলেজ ইউনিটের পক্ষ থেকে শুক্রবার প্রতিবাদ কর্মসূচি নেয়। আন্দোলনে বেশকিছু ছাত্র-ছাত্রী যেতে না চাইলে তাদের মধ্যে কয়েকজনকে একটি ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয়। এই অবস্থায় একজন ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দিনহাটা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ দাবি করে, মেয়েটি আগের থেকেই অসুস্থ ছিল। এদিন কমনরুমের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে সকলে মিলে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কোচবিহার থেকে শুরু করে মাথাভাঙা, তুফানগঞ্জ সর্বত্র কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে আরজি কর কাণ্ডের ঘটনায় প্রতিবাদে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। তুফানগঞ্জ কলেজের সামনে

সম্পাদকীয়

অসহিষ্ণুতা বাড়ছে

এক চরম অসহিষ্ণুতা চারদিকে। কেউ কারও কথা শুনছে না। কেউ কারও সমালোচনা করে আসলেই নেমে আসছে আক্রমণ। বিশেষ করে কোচবিহারে শাসক দলের ভূমিকা নিয়ে এমন অসহিষ্ণুতার প্রশ্ন উঠেছে। দিন কয়েক আগে দেখা গেল মাথাভাঙ্গায় এক শিল্পীকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠল শাসক দলের বিরুদ্ধে। ওই শিল্পীর অপরাধ ছিল শাসক নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যঙ্গ করে চিত্র তৈরি করা। আবার কোচবিহারের দিনহাটায় আরজি কর নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হওয়া একদল মহিলার কর্মসূচি ভেস্তে দেওয়ার অভিযোগ উঠল শাসক দলের বিরুদ্ধে। তাঁদের কি অপরাধ? তাঁরা কেউ শাসক দলের লোক নন। রাজ্যের শাসক দলকে কেন এমন পথ বেছে নিতে হচ্ছে। শাসক দল কি সাধারণ মানুষের উপরে ভরসা রাখতে পাচ্ছে না ? এমন বিদ্রুপ বা কোনও আন্দোলন হলেই কি শাসকের জনপ্রিয়তা কমে আসার ভয় তৈরি হয়েছে? এমন অসহিষ্ণু হয়ে পড়লে তো ভবিষ্যৎ ক্রমশ অন্ধকার দিকে যাবে। শুধু যে শাসকই সমস্ত ক্ষেত্রে অসহিষ্ণুতা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই বিরোধীরাও সেই সীমারেখা লঙ্ঘন করছে। বিশেষ করে ব্যক্তি আক্রমণে বিরোধীদের বারে বারে দেখা যাচ্ছে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীকেও ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। রাজনৈতিক সমালোচনা না করে ব্যক্তি আক্রমণ মানেই অসহিষ্ণুতার পরিচয়। এসবের থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে আগামীর ভবিষ্যত আরও খারাপের দিকে যাবে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

মৎসমুখী

... অমিতাভ চক্রবর্তী

একটা গীতা। একটা পৈতা। আর ১১ বা ২১ টাকা। কলিকালের শেষে ব্রাহ্মণের এটাই প্রাপ্য। শ্রাদ্ধ বা মৎসমুখী ব্রাহ্মণ ভোজন ছাড়া কিছুতেই সম্পন্ন হয় না। টাইটেলটা চক্রবর্তী হওয়ার দরুন এসব আমার প্রাপ্য!!! এইরকম গীতা আর পৈতার একটা "জাদুঘর" নিমেষে তৈরি করে ফেলা যায়। শ্রীমদভাগবত গীতার বাইরেও ৬৫ খানা গীতা আছে। ব্যাধ গীতা, অষ্টাবক্র গীতা, অবধূত গীতা.... আরও আছে। চর্ব্য, চোষ্য, লোহ্য, পিও মাদকাসক্ত, লোভী, কামুকের আর একটা ৬৬ তম গীতা হয়ত আগামীতে লেখা হবে। তার নায়ক আমি। যে টাইটেল সর্বস্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির নির্লজ্জ এক বিংশ শতাব্দীর উদাহরণ!!! ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান। মাতৃ বিয়োগের স্মরণে পাড়া প্রতিবেশীদের বর্তমান "বাঙ্গালী সংস্কৃতির" সাথে মৎস অবতারের মেল বন্ধন!! আমি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগন্য। যাবনা। ভাবলাম। কিন্তু গৃহকর্তীর শ্লেষাত্মক বাক্য এক মাতৃহারা পুরুষকে উদ্ধার করার অভিপ্রায় আমাকে বিচলিত করে তুলল। পরিপূর্ন ভোজন সমাপন্তে ঠুক করে পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম। হকচকিয়ে গেছি!! পুরো পরিবার, স্বামী, স্ত্রী, কন্যা ইত্যাদি আমার শ্রীচরণে!! নেশায় টলমল শরীর কোনক্রমে" সেই মাতৃ স্মৃতি প্রবাহে সামলে নিল। মাতৃআত্মার উদ্ধার হোক, উচ্চারণ করলাম। বিড় বিড় করে। সকালে ঘুম ভেঙেছে অনেক দেরী করে। প্রচন্ড সূর্যালোকেও দৃষ্টি ঝাপসা!!! আলো যেন অন্ধ করে দিয়েছে আমাকে!! এ কি অন্ধকার!! চোখ কচলাচ্ছি। অন্ধকার দূর হোক। এতো আলো তবু কি কালো চতুর্দিক!!

সীমান্ত পরিদর্শনে বিএসএফের এডিজি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির পর কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ সীমান্ত পরিদর্শন করলেন বিএসএফের এডিজি রবি গান্ধী। ৩১ আগস্ট বৃহস্পতিবার বিকেল নাগাদ বিএসএফের এডিজি রবি মেখলিগঞ্জ ব্লকের তিনবিঘা করিডোরে পৌঁছান। তিনবিঘা করিডোরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্ষতিয়ে দেখেন তিনি। বিএসেফের আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক করেন তিনি। বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তনের সময় থেকেই ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করছে বিএসএফ। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার জেলায় প্রায় ৫০৯ কিলোমিটার বাংলাদেশ সীমান্ত। যার একটি অংশে কাঁটাতার নেই। দিনহাটার নাজিরহাট, গিতালদহ, সিতাই, শীতলকুচি, মেখলিগঞ্জ এবং তুফানগঞ্জের বালাভূতের মতো জায়গায় এখনও কাঁটাতার দেওয়া সম্ভব হয়নি। তার মধ্যে বেশ কিছু জায়গায় নদীপথ রয়েছে। দিনহাটার গিতালদহে রয়েছে নদীপথ। অভিযোগ রয়েছে, চোরাকারবারীরা বর্ষাকাল ও শীতকালে অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। শীতের সময় কুয়াশার আড়ালে জওয়ানদের বিভ্রান্ত করে চলে পাচার। আর বর্ষার ভরা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া গরু থেকে শুরু করে নানা জিনিসপত্র। যা জলে ভাসতে ভাসতে বাংলাদেশে চলে যায়। সেখানে ওই জিনিসপত্রের অপেক্ষায় বসে থাকে বাংলাদেশের কারবারীরা। বাংলাদেশে অস্থিরতা শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে দিনহাটার গিতালদহ, সিতাই সীমান্ত থেকে নদীপথে পাচারের চেষ্টার সময় প্রচুর গরু আটক করে বিএসএফ। বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে বেশ কিছু ইলিশ মাছও পৌঁছে যায় কোচবিহারে।

কিন্তু বাংলাদেশে অস্থিরতা শুরু হতে পরিস্থিতি পাল্টায়। বাংলাদেশের ঘটনার জেরে আশঙ্কা করা হচ্ছে, এই সুযোগে হতে পারে অনুপ্রবেশ। জঙ্গি বা অপরাধীরাও ঢুকে পড়তে পারে। কারণ বাংলাদেশের বহু জেল থেকে অপরাধীরা পালিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। কয়েকদিন আগেই কোচবিহারের শীতলকুচি সীমান্ত এবং জলপাইগুড়ি সীমান্তে বাংলাদেশের বহু মানুষ জড়ো হয়ে ভারতে প্রবেশের অনুরোধ শুরু করে। বিএসএফ অবশ্য তাঁদের বুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। এই অবস্থার মধ্যে কড়া নজর চলতে থাকবে বলে বিএসএফের তরফে জানানো হয়েছে। সেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতেই এডিজির সীমান্ত পরিদর্শন বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিশি তৎপরতায় চুরি যাওয়া ফোন ফিরে পেলেন প্রকৃত মালিকেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: বিভিন্ন সময় শিলিগুড়ি শহরের মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চুরি এবং ছিনতাই হওয়া ৪৩ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেয় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মাটিগাড়া থানার পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। বিভিন্ন সময়ে দুষ্কৃতীদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে তার প্রকৃত মালিকের খোঁজে তদন্ত করে তা প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিটি থানাই এই উদ্যোগ নিয়ে আসছে বেশ কিছুদিন ধরে। এতে খুশি শহরের আমজনতা। শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া মাটিগাড়া এলাকার রাস্তাঘাটে এবং অনেক সময় বাড়িতেও মোবাইল চুরি এবং ছিনতাই এর ঘটনা ঘটে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মোবাইল চুরির এবং ছিনতাই এর ঘটনার তদন্ত করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। টার্গেট থাকে একটাই, দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি মোবাইল উদ্ধার করা। ঠিক এমনই বিগত কয়েক মাসে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করে ৪৩ টি মোবাইল উদ্ধার করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ১৪ সেপ্টেম্বর সেই মোবাইল গুলি প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেয় শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তা দেবাশীষ বোস। মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্যী এবং ওসি পিসি সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা এই চুরি এবং ছিনতাই হওয়া মোবাইল গুলি প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেন। হারিয়ে যাওয়া মোবাইলগুলি ফিরে পেয়ে খুশি মোবাইলের প্রকৃত মালিকেরা। তারা শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মাটিগাড়া থানার পুলিশ কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জেলাশাসকের দফতর অভিযানে মনোবল বেড়েছে বিজেপির, দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: লোকসভা নির্বাচনের পরে দুর্বল হয়ে পড়েছিল বিজেপি। কোনও কর্মসূচিতেই তেমন ভিড় দেখা যাচ্ছিল না। সোমবারের জেলাশাসকের দফতরে অভিযান ঘিরে বিজেপির লোক সমাগম হয়। আন্দোলন সফল হয়েছে বলে মনে করছে কোচবিহার জেলা বিজেপি। ওইদিন ছিল বিজেপির কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরে অভিযান। সেই আন্দোলনে ধুন্ধুমার হয়। তাতে ২০ জনের বেশি বিজেপি কর্মী জখম হয়েছে বলে দাবি করা হয়। যার মধ্যে ৬ জন চিকিৎসাধীন রয়েছে। নিশীথ প্রামাণিক সহ ২২ জন বিজেপি কর্মীকে আটক করে পুলিশ। পরে পার্সোনাল বন্ডে প্রত্যেককে ছেড়ে দেওয়া হয়। বিজেপি নেতৃত্ব মনে করছে, এই আন্দোলনের জেরে মনোবল ও সাহস দুটোই ফিরে পেয়েছেন কর্মীরা। তার ফল পাওয়া যাবে আগামী কর্মসূচিতে। শুধু তাই নয়, এই আন্দোলন বিজেপিকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করছে। তৃণমূল অবশ্য দাবি করছে, বিজেপি সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটার কোনও সুযোগ নেই। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "সাধারণ মানুষ বরাবর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে আমাদের কর্মীদের ভয় দেখিয়ে মারধর করে চুপ করে রাখা হয়েছে। এবারে সেই সব বাঁধা টপকে সবাই বেরিয়ে পড়েছে।" তৃণমূল অবশ্য বিজেপির দাবি মানছে না। শাসক দলের দাবি, অশান্তি তৈরি করতে খুব বেশি মানুষের প্রয়োজন হয় না। সে মতোই বিজেপি কিছু দুষ্কৃতীকে নিয়ে জেলাশাসকের অভিযান করে অশান্তি তৈরি করেছে। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, "লোকসভা নির্বাচনের সময়কাল থেকেই বিজেপির ভূমিকা মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর সে জন্যই বিজেপি শিবিরের লোক কমে গিয়েছে। এমন অশান্তি তৈরি করে বিজেপি সফল হতে পারবে না।"

এবারের লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার আসনে তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার কাছে পরাজিত হন বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। তারপর থেকেই বিজেপি শিবির দুর্বল হয়ে পড়ে। কোচবিহারে বিজেপির ছয়জন বিধায়ক থাকার পরেও কোনও কর্মসূচিতেই তেমনভাবে লোক জড়ো করতে পাচ্ছিল না বিজেপি। এমনকী কোচবিহারে বিজেপির হেভিওয়েট নেতা বলে পরিচিত নিশীথকেও ময়দানে সেভাবে দেখা যাচ্ছিল না। সোমবার অবশ্য বিজেপির প্রায় প্রত্যেক শীর্ষস্থানীয় নেতাই মিছিলে হাটেন। মিছিলে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের সংখ্যাও ছিল নজরে পড়ার মতো। জলকামানের মুখেও নিশীথ প্রামাণিক ও বিধায়ক মালতী রাভা রায় দাঁড়িয়ে থাকেন। অবশ্য বিজেপির মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বিজেপি মনে করছে আরজি কর নিয়ে তাদের জেলাশাসকের দফতর অভিযান সফল হয়েছে।

লিটল ম্যাগাজিন মেলা হল কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: গত ৭ ও ৮ই সেপ্টেম্বর কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তোর্ষা সাহিত্য সংস্থা আয়োজিত নবম বর্ষ আন্তর্জাতিক লিটল ম্যাগাজিন মেলা। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ওই মেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুদিনব্যাপী মেলা ও সাহিত্য উৎসবে উত্তরবঙ্গের লিটল ম্যাগাজিনগুলির পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, অসম, ত্রিপুরা ও বিহারের প্রায় ৮০টি লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে হাজির ছিলেন কবি ও সাহিত্যিকেরা। এবছর রাজনৈতিক কারণে সেদেশের পত্রিকা বা কবি সাহিত্যিকেরা উপস্থিত থাকতে না পারলেও বাংলাদেশের কিছু পত্রিকা বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। প্রায় ১৪০ জন কবি তাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। ছিল আলোচনা 'লিটল ম্যাগাজিনের একাল ও সেকাল'। অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক তৃষ্ণা বসাক, সম্পাদক সঞ্জয় সাহা ও শুভময় সরকার এবং অধ্যাপক ভগীরথ দাস, সঞ্চালনায় ছিলেন কবি সুবীর সরকার। ছিল গুণীজন সম্মাননা, বিভিন্ন ক্ষেত্রের মোট ১৩ জনের হাতে এবছর সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। প্রথম দিন অভিমান্য পাল সম্পাদিত 'একালের কবিকণ্ঠ-- সুবীর সরকার' সংখ্যা, বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া শিল্প নজরুল ইসলামকে নিয়ে লেখা সুবীর সরকারের 'গানের নজরুল গীদাল নজরুল' সুজয় নিয়োগীর কাব্যগ্রন্থ 'ব্যর্থতার সাতকাহন' ছাড়াও বেশ কয়েকটি পত্রিকা ও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছিল মনোগ্রাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলার প্রথমদিন সন্ধ্যায় আয়োজক সংস্থার সদস্য-সদস্যা, উপস্থিত কবি, সাহিত্যিকসহ সাধারণ মানুষ সকলে আরজি কর হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে মোমবাতি হাতে একমিনিট নীরবতা পালন করেন। দ্বিতীয়দিন সকালে সংস্থার তরফ থেকে প্রায় ৫০ জন মায়ের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। পারস্পরিক মত-বিনিময় ও ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে এই দুদিন কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে যেন এক টুকরো পূর্ব ভারত উঠে এসেছিল। মেলায় দ্বিতীয়দিনের জন সমাগম ছিল আশাব্যঞ্জক। আয়োজক ও সম্পাদকদের আক্ষেপ এক জায়গাতেই মেলায় দর্শক অনুযায়ী বইয়ের বিক্রি কিছুটা কম। সংস্থার আত্মজা 'তোর্ষা সাহিত্য পত্রিকা'র দশম সংখ্যা প্রকাশিত হয় প্রথমদিন।

রাধা অষ্টমীতে শুরু হল বড়দেবীর মূর্তি তৈরির কাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাধাঅষ্টমীর পুণ্য তিথিতে ময়না কাঠ প্রতিস্থাপন হল কোচবিহার বড় দেবীর মন্দিরে। ১১ সেপ্টেম্বর বুধবার ময়না কাঠ প্রতিস্থাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজো হয়। এদিন থেকেই বড়দেবীর মূর্তি তৈরির কাজ শুরু হয়।

যূপচ্ছেদন পুজোর মাধ্যমে বড়দেবী পুজোর আরাধনা শুরু হয়। গুঞ্জবাড়ির একটি মন্দিরে ময়না কাঠের ডালের ওপর দেবীর মুখাবয়ব বসিয়ে পুজো শুরু করা হয়। তারপর একমাস ধরে সেটিকে মদনমোহন মন্দিরে নিত্যপুজো দেওয়া হয়। পরে দেবীবাড়ি মন্দিরে প্রতিমা তৈরির কাঠামোর ওপর ওই কাঠটিকে শক্তিদন্ড হিসেবে বসিয়ে ধর্মপাঠ পুজো করা হয়। পুজো উপলক্ষে মদনমোহন মন্দির থেকে রুপোর তৈরি হনুমান দন্ড বাদ্যযন্ত্র দেবীবাড়ি মন্দিরে পৌঁছায়। পুজোর আগে ডাবের জল, ধানের জল, গঙ্গার জল, কাঁচা হলুদ, দই, ঘি, মধু, কর্পূর নানা উপকরণে ময়না কাঠের মহাস্নান করানো হয়। ধর্মপাঠ পুজোর পর দুদিন 'শক্তিদন্ড' খোলামেলা অবস্থায় রাখা হয়। যা 'হাওয়া খাওয়া' নামে পরিচিত। তারপর শুরু হয় প্রতিমা গড়ার কাজ। পুজোর আগে পরিয়ে দেওয়া হয় সোনার গয়না। পাঁচশো বছরের বেশি সময় ধরেই ওই প্রথা চলে আসছে কোচবিহারে। এখনও সেই প্রথা মেনে পুজো হয় সেখানে। কোচবিহারের রাজাদের আমল থেকেই দুর্গাপুজোর সময় বড়দেবী পুজো হয়ে আসছে। বড়দেবীর প্রতিমা তৈরিতে আট ফুট লম্বা ময়নাকাঠের প্রয়োজন হয়। শ্রাবণ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে ময়না কাঠের পুজো হয়। শোভাযাত্রা সহকারে ওই ময়না কাঠ নিয়ে যাওয়া হয় কোচবিহারের মদনমোহন মন্দির চত্বরে কাঠামিয়া মন্দিরে। সেখানে একমাস পুজো হওয়ার পর রাধা অষ্টমী তিথিতে ময়না কাঠ নিয়ে যাওয়া হয় দেবী বাড়ির মন্দিরে। সেখানে ময়না কাঠের ওপরেই তৈরি হয় বড়দেবীর মূর্তি। দেবী এখানে রক্তবর্ণা। দুর্গার পাশে লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতী ও কার্তিক থাকলেও বড়দেবীর পাশে থাকেন জয়া ও বিজয়া। মহালয়ার পর প্রতিপদ থেকে ঘট বসিয়ে পুজো শুরু হয়। পুজো চলে দশমী পর্যন্ত। আগে নরবলির প্রচলন থাকলেও বর্তমানে অষ্টমী তিথিতে মোষ বলি হয়। এছাড়া প্রতিদিনই পাঠা, কবুতর বলির প্রথা রয়েছে। প্রথা মেনে শুক্রবার সেই ময়না কাঠ পুজো করা হয়। কোচবিহারে বড় দেবীর পুজো মানেই আবেগ। যুগের পর যুগ ধরে এমনই এক পুজো হয়ে আসছে কোচবিহারে। একসময় মহারাজা এই পুজোর আয়োজন করতেন। এখন দেবোত্তর ট্রাস্ট। কোচবিহারের সেই প্রাচীন পুজো বড়দেবীর পুজো। মা দুর্গা এখানে বড়দেবী রূপেই পূজিত হন। চারদিন ধরে তাকে ঘিরে চলে নানা আয়োজন। কোচবিহারে পুজোর যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে পাঁচশো বছরের আগে মহারাজা ওই পুজোর আয়োজন করেছিলেন। তা নিয়ে অনেক কিছুই কথিত রয়েছে। কিছু কিছু তথ্য ছাপার অক্ষরেও পাওয়া যায়। সেই সময় যে নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো শুরু করেছিলেন মহারাজা তার কোনও হেরফের হয়নি আজও। একটু দেখে নেওয়া যাক। বড় দেবীর পুজোর শুরু পঞ্চদশ শতকের শেষে (মতান্তরে ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে) মহারাজা বিশ্বসিংহ ওই পুজো প্রথম শুরু করেন। ময়না গাছের ডালকে শক্তি গোঁজ বা দেবী ভগবতী কল্পনা করে পুজো করেন তিনি। পরে আনুমানিক ১৫৬২ সালে মহারাজা নরনারায়ণের স্বপ্নে দেখা দেবীর রূপের মূর্তি তৈরি করে পুজো শুরু হয়। আবার রাজোপাখ্যান গ্রন্থে কোচবিহারে ওই পুজোর সূচনার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে, বিশ্বসিংহের যখন মাত্র নয় বছর বয়স তখন তিনি ভাই, বন্ধুদের নিয়ে খেলাচ্ছলে শুকনো বাঁশের লাঠি ও ময়না কাঠের ডাল একসঙ্গে পুঁতে দেবী ভগবতী কল্পনায় পুজো করেন। সঙ্গীদের কেউ কেউ নৃত্য ও গানও করেন। পুজোয় সন্তুষ্ট হওয়ায় বিশু অর্থাৎ বিশ্বসিংহ স্বপ্নে দেবীর আশীর্বাদ লাভ করেন। ওই ঘটনাকেই অনেকে কোচবিহারের প্রথম দুর্গাপুজো বলে আখ্যায়িত করেন। মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণের আমলে আনুমানিক ১৯১৫ সালে দেবীবাড়িতে পাকা মন্দির তৈরি করে পুজো শুরু হয়। তার আগে সেখানে অস্থায়ীভাবে পুজো করা হত। রাজ আমলের প্রাচীন এই পুজোয় নিয়ম মেনে আট ফুট লম্বা ময়না গাছের ডাল কেটে তা দেবী রূপে পূজিত করা হয়। তারপর তা শক্তিদন্ড হিসেবে কাঠামোয় বসিয়ে তৈরি করা হয় বড়দেবীর প্রতিমা। বড়দেবী এখানে রক্তবর্না। দেবীর একদিকে সাদা সিংহ, অন্যদিকে বাঘ রয়েছে। দুইপাশে কার্তিক, গণেশ কিংবা লক্ষী সরস্বতীর বদলে আছে জয়া-বিজয়া। জনশ্রুতি রয়েছে, মহারাজা নরনারায়ণের স্বপ্নে দেখা দেবীরূপ প্রতিমায় ফুটে উঠেছে। একসময় কোচবিহারের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে প্রায় ১১ ফুট লম্বা ওই কাঠ সংগ্রহ করা হত। কয়েক বছর আগে অবশ্য মদনমোহন মন্দির চত্বরের ফাঁকা জায়গায় একাধিক গাছ লাগানো হয়। মন্দির চত্বরে সেইসব গাছের ডালও একাধিকবার দেবী প্রতিমার শক্তিদন্ড তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

পাঁচশো বছরের ওই পুজো ঘিরে আরও গল্প রয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে, একসময় নরবলির হত পুজোয়। পরবর্তীতে প্রতীকি হিসেবে অষ্টমীর রাতে চালের গুড়ো দিয়ে পুতুল তৈরি করে দেবীর সামনে সেটি নররক্তে ভিজিয়ে বলির রীতি শুরু হয়। অষ্টমীর রাতে গুপ্তপুজোয় আঙুল চিরে রক্ত দেন কালজানির বাসিন্দা শিবেন রায়। বংশানুক্রমিকভাবে তিনিই ওই দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তার রক্তে ভেজান পুতুলের প্রতীকি বলি হয় ওই পুজোর রাতে। বড়দেবীর পুজোয় পশু বলির রেওয়াজ রয়েছে। পুজোয় প্রতিপদ থেকে দশমী টানা বলি চলে। প্রতিপদে একটি পাঠা বলি দেওয়া হয়। সপ্তমীতেও বলি হয় একটি পাঠা। অষ্টমীর পুজোয় দুটি পাঠা বলি দেওয়া হয়। ওই দিন সন্ধ্যায় বলি দেওয়া হয় আরও দুটি পাঠা। একটি মোষ বলি দেওয়া হয়। একটি শুকর বলি দেওয়া হয়। নবমীতেও দুটি পাঠা বলি দেওয়া হয়। দশমীতে বলি দেওয়া হয় একটি শুকর। এছাড়াও ওই পুজোয় পায়রা, মাগুরমাছ, পাঠা, হাঁস বলির রীতিও মানা হয়ে থাকে। ভক্ত থেকে বাসিন্দারাও অনেকে পুজোয় পাঠা, হাঁস বলির জন্য উৎসর্গ করে থাকেন। অষ্টমীর দিন সকাল থেকে বলির জিনিস দিতে প্রচুর ভিড় হয় মন্দিরে। একসময় বিসর্জনের দিন অপরাজিতা পুজো হত। দশমীতে দেবী প্রতিমা বিসর্জনের পর খঞ্জনা পাখি আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হত। অনেকের ধারণা, পাখির গতিবিধি দেখেই রাজ্যের ভাল-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গলের পর্যালোচনা করতেন রাজ জ্যোতিষী।

প্রয়াত দেবব্রত দে সরকার 'তোর্সা সম্মাননা' পেলেন সাংবাদিক সুমন কল্যাণ ভদ্র সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নবম তোর্সা সাহিত্য সংস্থার আন্তর্জাতিক লিটিল ম্যাগাজিন মেলায় প্রয়াত দেবব্রত দে সরকার তোর্সা সম্মাননা পেলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সুমন কল্যাণ ভদ্র। এদিন কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে এই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুমনবাবুর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। তাছাড়াও বিশিষ্ট সাহিত্যিক তৃষা বসাক, ডাক্তার বিনায়ক রায়,পরিবেশপ্রেমী অরূপ গুহ, বিশিষ্ট লেখক দেবব্রত চাকি সহ ১৩ জনকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, কোতয়ালি থানার আইসি তপন পাল সহ আরো বিশিষ্টজনেরা। দুদিনব্যাপী এই মেলা চলবে বলে জানান সংস্থার সম্পাদক সুজয় নিয়োগী।

মালদা মেডিকেলে শুরু হল অভয়া ক্লাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: মালদা মেডিক্যালেও 'অভয়া ক্লাস' শুরু করেছে মেডিক্যালের ছাত্র-ছাত্রীরা। ১৪ সেপ্টেম্বর দুপুরে মেডিকেলের ট্রমা কেয়ার বিভাগের সামনে মুক্ত বিদ্যালয়ের মতো পরিবেশে ক্লাস শুরু হয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও অব্যাহত থাকবে কর্মবিরতি জানিয়েছিল জুনিয়র চিকিৎসকরা। আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলির জুনিয়র চিকিৎসকের আন্দোলন প্রতিবাদ ক্রমাগত চালিয়ে যাচ্ছেন। তার মধ্যেও অভয়া ক্লিনিকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জুনিয়র চিকিৎসকরা ইতিমধ্যে দুটো অভয়া ক্লিনিক করেছে, ফলে স্বাস্থ্যের দিক থেকে উপকৃত হয়েছেন বহু মানুষ। এইবার মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অভয়া ক্লাস শুরু করলো মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক পড়ুয়ারা। মালদা মেডিকেলের ট্রমা কেয়ার বিভাগের সামনে প্রতিবাদ স্থল থেকে অভয়া ক্লাস শুরু করা হয়। একদিকে অভয়ার বিচারের প্রতিবাদ অন্যদিকে পড়াশুনায় যাতে ঘাটতি না হয় সেই ক্ষেত্রে এবার পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে জুনিয়র, সিনিয়র চিকিৎসকরা পড়ুয়াদের ক্লাস নিতে শুরু করেছে। বিশেষ করে ফাইনাল ইয়ারের পড়ুয়ারদের ক্ষেত্রে। অভয়া ক্লাসে এসে পড়াশোনা করছেন সিনিয়র থেকে জুনিয়র চিকিৎসকরা। তারা অভয়া ক্লাসে এসে মেডিকেল কলেজের পড়ুয়াদের বিভিন্ন বিভাগের বিষয়ের উপরে ক্লাস নিচ্ছেন। পড়ুয়ারা জানিয়েছেন, কোন ক্লাস বা এসি রুমে নয়, প্রতিবাদ স্থলে থেকেই পড়াশোনা করছেন। এইসঙ্গে তারা আরও বলেন যে, অভয়া ক্লিনিক ও অভয়া ক্লাস করে তারা আরজি কর ঘটনার বিচারের দাবি করছেন। যতদিন না উপযুক্ত বিচার না হয়, দোষীরা সাজা না পায় ততদিন তাদের এই আন্দোলন ও কর্মবিরতি চালিয়ে যাবে।

জাতীয় পুষ্টি মাসে আমন্ড খাওয়ার পরামর্শ এনআইএন-এর

কলকাতা: ১ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় পুষ্টি মাস হিসাবে পালিত হয়। তাই এখন সুষম খাদ্য এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। ১৫টি প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণে পরিপূর্ণ আমন্ড, সামগ্রিক সুস্থতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR)-ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশন (NIN) সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে প্রতিদিন আমন্ড খাওয়ার সুপারিশ করেছে।

প্রতিদিন আমন্ড খাওয়া ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে, হার্টের স্বাস্থ্য ভালো করে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। বলিউড অভিনেত্রী সোহা আলী খান স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের ওপর জোর দেন এবং তার খাদ্যতালিকায় আমন্ড অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পুষ্টি বিশেষজ্ঞ রিতিকা সমাদ্দার, শীলা কৃষ্ণস্বামী এবং ডাঃ রোহিনী পাটিলও পুষ্টিগত উপকারিতার জন্য আমন্ড খাওয়ার কথা সুপারিশ করেন।ফিটনেস বিশেষজ্ঞ ইয়াসমিন করাচিওয়ালা ওয়ার্কআউট-পরবর্তী স্ন্যাক হিসেবে আমন্ডের ওপর নির্ভর করেন, অন্যদিকে ত্বক বিশেষজ্ঞ ডাঃ গীতিকা মিত্তাল গুপ্ত স্বাস্থ্যকর ত্বকের জন্য আমন্ড খাওয়ার পরামর্শ দেন। দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী বাণী ভোজন আমন্ড খেয়ে তার স্বাস্থ্যকে এগিয়ে রাখেন এবং অন্যদেরও অনুরূপ করতে উৎসাহিত করেন। এই জাতীয় পুষ্টি মাসে আসুন স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই এবং আমাদের খাদ্যতালিকায় আমন্ড-এর মতো পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করি। আমন্ডকে একটি মননশীল পছন্দ করে তোলার মাধ্যমে, আমরা উল্লেখযোগ্যভাবে নিজেদের পুষ্টি এবং জীবনীশক্তি বাড়াতে পারি, স্বাস্থ্যকর জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারি।

নতুন ধরণের মেয়াদী বীমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে এসিকেও

কলকাতা: এসিকেও টেক, এসিকেও জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের প্রধান কোম্পানি, তার উদ্ভাবনী মোটর এবং স্বাস্থ্য পণ্যগুলির সাথে সাধারণ বীমা শিল্পকে প্রসারিত করে তার বিপ্লবী ফ্লেক্সি টার্ম লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্ল্যানের সাথে নতুন এসিকেও ইফ ইন্স্যুরেন্স চালু করার ঘোষণা করেছে। এটি একটি ব্যাপক সমাধান যা গ্রাহকদের জন্য আর্থিক সুরক্ষা এবং মানসিক শান্তি প্রদান করে। কোম্পানি ন্যায্য মূল্য, সুবিধা এবং উচ্চতর গ্রাহক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, এই পরিকল্পনাটি গ্রাহকের চাহিদাগুলিকে পূরণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

এসিকেও মেয়াদী জীবন বীমা পরিকল্পনা পলিসিধারীদের জন্য নমনীয়তা এবং সুরক্ষা প্রদান করে। এটি পলিসিধারকদের কভারেজের পরিমাণ, সময়কাল, রাইডার এবং ডিজিটাল উইল বৈশিষ্ট্যগুলি সামঞ্জস্য করার সুযোগ দেয়। পরিকল্পনাটি পলিসি হোল্ডারদের জীবনযাত্রার লক্ষ্যের সাথে অনুরণিত। এমনকি, এসিকেও স্বল্পমেয়াদী বা বর্ধিত কভারেজের জন্য নীতির সময়কাল পরিবর্তন করতে দেয়। পলিসিহোল্ডাররা তাদের ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাহিদা অনুসারে তাদের পেআউটগুলিকে সাজিয়ে একমুঠো, মাসিক কিস্তি বা বার্ষিক অর্থপ্রদানের বিকল্পগুলি সহজেই বেছে নিতে পারেন।

এই লঞ্চ সম্পর্কে এসিকেও-এর প্রতিষ্ঠাতা বরুণ দুয়া বলেছেন, “এসিকেও-এর লক্ষ্য একটি ডিজিটালি-চালিত সরাসরি গ্রাহক বীমা অভিজ্ঞতা প্রদানের মাধ্যমে বীমা শিল্পকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা। আমরা এই পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রাহকদের এবং তাদের পরিবারের জন্য পিওর-প্লে সুরক্ষা প্রদান করব, এবং সম্প্রতি চালু হওয়া এই টার্ম লাইফ পণ্যের মতো বিশুদ্ধ-সুরক্ষা সম্পর্কিত পণ্যগুলিতে ফোকাস করব। এটি গ্রাহকদের তাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী কভারেজ কাস্টমাইজ করার সুযোগ দেয়, যা ব্যাপক কভারেজ এবং উচ্চতর গ্রাহক অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।”

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টায় এলজি ইলেকট্রনিক্সের পদক্ষেপ

কলকাতা: এলজি ইলেকট্রনিক্স, একটি বিশিষ্ট ভারতীয় ব্র্যান্ড, তার প্রথম ব্রেইল এসি রিমোট কভার চালু করেছে, যা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সম্প্রদায়কে সমর্থন করার লক্ষ্যে একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। এই উদ্ভাবনী পণ্যটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এলজি এয়ার কন্ডিশনার স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করবে। লঞ্চ ইভেন্টে, ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড (NAB) এবং এলজি নেতারা উপস্থিত ছিলেন, ব্রেইল এসি রিমোট কভারের একটি লাইভ প্রদর্শনী দেখানো হয়েছে। এর লক্ষ্য হল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এলজি-এর এয়ার কন্ডিশনারগুলি চালানোর পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটানো।

এলজি, গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে এবং সমস্ত সামাজিক অংশে প্রযুক্তি অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলার জন্য ২৭ বছর ধরে উন্নত হোম অ্যাপ্লায়েন্স এবং বিনোদন সমাধান তৈরি করছে। কোম্পানির এই ব্রেইল এসি রিমোট কভার হল প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবনকে উন্নত করা এবং আরও অ্যাক্সেসযোগ্য বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রাহকের চাহিদা মিটিয়ে সমাধান প্রদান করার প্রতিশ্রুতির অংশ।

এলজি ইলেকট্রনিক্স ইন্ডিয়ার হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনার ডিরেক্টর ইয়ংমিন হোয়াং অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিয়ে বলেছেন, “এলজির লক্ষ্য উদ্ভাবনী পণ্য এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে সবার জীবন উন্নত করা। আমাদের এই এসি রিমোটটি আরাম এবং অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে বিশেষ করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ব্রেইলকে একীভূত করা এই যাত্রাকে অন্তর্ভুক্তি এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।”

বিশ্ব ইভি দিবস উদযাপন করে eblu Cety চালু করেছে গোদাওয়ারী ইলেকট্রিক মোটরস

কলকাতা: গোদাওয়ারী ইলেকট্রিক মোটরস eblu Cety উন্মোচন করেছে, একটি নতুন অটো-আকৃতির ই-রিকশা যা শহুরে গতিশীলতায় বিপ্লব ঘটাতে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ১,৯৯,৯৯/- মূল্যে উপলব্ধ এবং সমস্ত এক্স-শোরুমে, এটি একজন ড্রাইভার এবং চারজন যাত্রীর বসার ব্যবস্থা রয়েছে, যা শহরের রাস্তায় টেকসই এবং দক্ষ শহুরে পরিবহন সমাধান প্রদান করে।

eblu Cety হল একটি কমপ্যাক্ট ই-রিকশা যার হুইলবেস২১৭০ এমএম, প্রস্থ ৯৯৩ এমএম, দৈর্ঘ্য ২৭৯৫ এমএম এবং উচ্চতা ১৭৮২ এমএম রয়েছে। এর অটো -শেপড নকশা উচ্চ দৃশ্যমানতা এবং একটি স্বয়ংক্রিয় ওয়াইপার প্রদান করে। গাড়িটি ২৫ কিমি ঘন্টা পর্যন্ত পারফরম্যান্সের সাথে এবং প্রতি চার্জে ৯৫ কিমি একটি সাধারণ ড্রাইভিং পরিসীমা সহ, এটি শহরে যাতায়াতের জন্য একটি শক্তি-দক্ষ পছন্দ।

উন্মোচন সম্পর্কে হায়দার খান গোদাবরী ইলেকট্রিক মোটরসের পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জানিয়েছেন, “আমরা ইব্লু সিটি লঞ্চ করতে পেরে আনন্দিত, এটি যাত্রী ও চালকের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য ডিজাইন করা একটি সবুজ যান, যার লক্ষ্য ভারতে শহুরে গতিশীলতা পরিবর্তন করা, বৈদ্যুতিক যানবাহন প্রযুক্তি এবং স্থায়িত্বের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করা।”

eblu Cety-তে ১.৬ কেডাব্লিউ পিক পাওয়ার এবং ২০এনএম টর্ক সহ একটি শক্তিশালী লি-অয়ন (Li-Ion) ব্যাটারি রয়েছে, যা একটি মসৃণ ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা প্রদান করে। একটি এর্গোনমিক সিট্, ঐচ্ছিক নেভিগেশন, এবং স্পেসিয়াস লেগরুম দিয়ে সজ্জিত, পাশাপাশি এটি ব্যাটারি এবং চার্জারের জন্য ১২-মাসের ওয়ারেন্টি এবং ৩-বছরের ওয়ারেন্টি অফার করে। বর্তমানে, গোদাওয়ারি-এর eblu Cety ভারত জুড়ে সমস্ত গোদাওয়ারী শোরুম জুড়ে কেনার জন্য উপলব্ধ। এর সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে https://www.eblu.in/ ভিজিট করুন।

পরিষেবা কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক প্রসারিত করেছে নাথিং ইন্ডিয়া

কলকাতা: নাথিং, ভারতের দ্রুততম বর্ধনশীল ফোন ব্র্যান্ড, তার গ্রাহক বেসকে আরও ভালভাবে পরিবেশন করার জন্য ক্রমাগত তার পরিষেবা কেন্দ্র নেটওয়ার্ক প্রসারিত করে চলেছে। H1 2024-এ ৫৬৭% বৃদ্ধির সাথে, নাথিং ইন্ডিয়া সারা দেশে গ্রাহক সহায়তার অ্যাক্সেসযোগ্যতা উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বছরের অক্টোবর মাসে, কোম্পানি হায়দ্রাবাদ এবং চেন্নাইতে তার আরো দুটি পরিষেবা কেন্দ্র খোলার ঘোষণা করেছে, ফলে দেশ জুড়ে মোট তিনটি থেকে পাঁচটি একচেটিয়া কেন্দ্রে পরিণত হবে।

উপরন্তু, নাথিংয়ের পাঁচটি মাল্টি-ব্র্যান্ড পরিষেবা কেন্দ্রে অগ্রাধিকারের একচেটিয়া পরিষেবা ডেস্ক থাকবে, যা খুব শীঘ্রই আসছে। কোচিন, আহমেদাবাদ এবং লখনউতে নতুনগুলির সাথে কলকাতা এবং গুরগাঁওয়ে অগ্রাধিকার ডেস্কগুলি বর্তমানে চালু রয়েছে। এই সুবিধাগুলি একটি নিরবচ্ছিন্ন, দ্রুত এবং দক্ষ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে শীর্ষ-স্তরের পরিষেবা প্রদান করে। নাথিং, ১৮,০০০ পিন কোড জুড়ে পিকআপ এবং ড্রপ পরিষেবা সরবরাহ করে বিস্তৃত দর্শকদের কাছে এটিকে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলেছে। নাথিং তার অফলাইন উপস্থিতি ২,০০০ থেকে ৫,০০০ অবস্থানে দ্বিগুণ করেছে, যা এখন ফ্লিপকার্ট, ক্রোমা, এবং বিজয় সেলস-এ উপলব্ধ, এবং ভারত জুড়ে ৭০০০ আউটলেটে প্রসারিত করার পরিকল্পনা করছে। নাথিং ইন্ডিয়ার বিস্তৃত পরিষেবা কভারেজ সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে কোম্পানির ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। এই বিষয়ে নাথিং ইন্ডিয়ার হেড অফ মার্কেটিং প্রণয় রাও বলেছেন, “নাথিং ইন্ডিয়া, ব্যতিক্রমী গ্রাহক পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বাজারের দ্রুত বৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করার জন্য আমরা আমাদের পরিষেবা কেন্দ্রগুলিকে প্রসারিত করেছি। পাশাপাশি, আমাদের এই কেন্দ্রগুলির একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এবং ব্যাপক পিকআপ এবং ড্রপ পরিষেবা সরবরাহ করে।”

এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং মিরচি স্পেল বি এর ১৪ তম সংস্করণ

শিলিগুড়ি: এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং মিরচি স্পেল বি ২০২৪ এর ১৪ তম সংস্করণ তম সংস্করণ বি স্পেলবাউন্ড শুরু কথা ঘোষণা করেছে। এটি একটি প্ল্যাটফর্ম যা ভারতের তরুণ ‘বানান জাদুকরদের’ ক্ষমতায়ন করে। এই বছরের প্রতিযোগিতার লক্ষ্য হল শিক্ষা, সৃজনশীলতা এবং অগ্রগতি উদযাপন, ৩০টি শহর এবং ৫০০+ স্কুল জুড়ে ৩ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থীকে একই মঞ্চে আনার প্রয়াস।শীর্ষ ৫০ জন শিক্ষার্থী ন্যাশনালে ফাইনালের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে, চূড়ান্ত বিজয়ী ১ লক্ষের গ্র্যান্ড প্রাইজ এবং ডিজনিল্যান্ড, হংকং-এ ট্রিপ উপহার পাবে। থিম ‘বি স্পেলবাউন্ড!’ ভবিষ্যতকে লালন-পালন করার জন্য, একাডেমিক চ্যালেঞ্জ এবং জীবনের বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা মোকাবেলায় আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা দিয়ে শিক্ষার্থীদের সাজিয়ে তোলার সেরা প্ল্যাটফর্ম।এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স-এর ব্র্যান্ড, কর্পোরেট কমিউনিকেশন্স এবং সিএসআর-এর প্রধান রবীন্দ্র শর্মা বলেছেন, “স্পেল বি-এর মাধ্যমে, আমরা শুধুমাত্র চমৎকার বানান নয় বরং ভবিষ্যতের লিডার গড়ব যারা স্বচ্ছতা, সাহস এবং উদ্ভাবনের মত মূল্যবোধকে মূর্ত করে।”পূজা গুলাটি, ইভিপি এবং ন্যাশনাল ডিরেক্টর – আইপিএস, মিরচি, যোগ করেছেন, “স্পেল বি হল আমাদের ফ্ল্যাগশিপ, এবং আমরা সারা ভারত জুড়ে ছাত্র, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের কাছে ভ্যালু ড্রিভেন অভিজ্ঞতা নিয়ে আসার অপেক্ষায় আছি।” প্রতিযোগিতাটি বুদ্ধির বৃদ্ধির জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে, শব্দ এবং ধারণার শক্তিকে উদযাপন করে।

পাঁচ লাখেরও বেশি ব্যবহারকারী অর্জন করেছে লেমন

কলকাতা: লেমন, পিপলকো-এর একটি বিনিয়োগ অ্যাপ, লঞ্চের মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে পাঁচ লাখ ব্যবহারকারী অর্জন করেছে। এই সফ্টওয়্যারটি বিশেষ করে নতুন বিনিয়োগকারীদের আবিষ্কার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সহজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। ব্যবহারকারীদের ফিউচার এবং অপশন (এফ অ্যান্ড ও) বাণিজ্য করার, মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ, সরাসরি স্টক কেনা এবং প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (আইপিও) তে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়। উপরন্তু, অ্যাপ ব্যবহার করার সময় কোন ব্যবহারকারীদের সেটআপ বা রক্ষণাবেক্ষণ খরচ দিতে হবে না। এমনকি, তারা এক মাসের জন্য শূন্য ব্রোকারেজের সুবিধা নিতে পারবে।

প্রথমবারের বিনিয়োগকারীরা প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারী বেসের প্রায় ৩৬% জুড়ে রয়েছে, যা এর চমৎকার বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব ডিজাইনের প্রমাণ। এটা স্পষ্ট যে অ্যাপটি ব্যবহারকারীদের বিস্তৃত পরিসরে পৌঁছাতে সফল হয়েছে, কারণ এই বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ৬৮% টিয়ার ২ এবং ৩ শহরের এবং ৬৫% ব্যবহারকারীদের বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। আহমেদাবাদ, জয়পুর, বর্ধমান, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ প্ল্যাটফর্মের সেরা দশটি শহরের তালিকায় রয়েছে।

এই বিষয়ে লেমনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা আশিস সিংহল বলেছেন, "লেমন-এ আমাদের লক্ষ্য হল বিনিয়োগকে আরও সহজ করে তোলা এবং সবার জন্য উপলব্ধ করা। পাঁচ মাসের মধ্যে এই পাঁচ লাখ ব্যবহারকারী অর্জন করা একটি স্পষ্ট নির্দেশ যে আমরা সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রত্যেককে ন্যায্য আর্থিক সম্ভাবনা প্রদানের লক্ষ্যের প্রতি আমরা নিবেদিত, এবং আমরা নিজেদের উন্নয়নের সাথে সাথে আমদের ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে থাকব।"

৪ মিলিয়ন বিনিয়োগের মাধ্যমে অ্যামওয়ে কোম্পানির অভিনব উদ্যোগ

শিলিগুড়ি: গ্লোবাল কোম্পানি, অ্যামওয়ে তার স্বাস্থ্য ও কল্যাণে গুরুত্ব এবং পরবর্তী প্রজন্মের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক সক্ষমতাকে উন্নত করার উপর তার ফোকাসকে আরো দৃঢ় করে ৪ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ করে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত জুড়ে তার চারটি আধুনিক গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) ল্যাব চালু করেছে। উন্নত প্রযুক্তি, কনটেম্পোরারি সাইন্স এবং চিন্তার পরিধিকে কাজে লাগিয়ে, এই ল্যাবগুলি নিরাপদ, কার্যকর, আলাদা এবং উচ্চ-মানের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার প্রোডাক্টগুলিকে ভারত এবং সারা বিশ্বের মানুষের সমর্থন করার লক্ষ্যে শিল্পের মানগুলিকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য প্রস্তুত। ভারত বিশ্বব্যাপী চারটি অ্যামওয়ে আরএন্ডডি হাবের একটির অবস্থান।

এই কৌশলগত পদক্ষেপটির গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে অ্যামওয়ের প্রচেষ্টার সাথে মিলিত যা লক্ষ লক্ষ মানুষের সুস্থতা অর্জনে এবং সবার জন্য একটি স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যত গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গুরুগ্রাম, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু এবং ডিন্ডিগুল-এ অ্যামওয়ে-এর চারটি অত্যাধুনিক আরএন্ডডি ল্যাব মোট ২৪,৭০০ বর্গফুট, যা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং যুগান্তকারী প্রোডাক্ট বিকাশের একটি পাওয়ার হাউস তৈরি করে।

অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিনিয়োগ সম্পর্কে এবং ভারতের সুবিধাগুলি বর্ণনা করতে গিয়ে, অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর রজনীশ চোপড়া জানিয়েছেন, "ভারতে পুষ্টি এবং সুস্থতার জন্য একটি রূপান্তরমূলক পদ্ধতির প্রয়োজন, কারণ এখানকার স্বাস্থ্য আড়াআড়ি পুষ্টি, জীবনধারা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি। এই বিনিয়োগ অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার প্রোডাক্ট বিকাশের ক্ষমতাকে ত্বরান্বিত করে এবং ভারতে এবং সারা বিশ্বে গ্রাহকদের এবং ব্যবসাগুলির অনন্য এবং বিকশিত চাহিদাগুলিকে আরও ভালভাবে পরিবেশন করার জন্য অ্যামওয়ে-এর অবস্থান। এই বিনিয়োগটি দেশের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জায়গায় যুগান্তকারী উদ্ভাবন চালানোর সম্ভাবনার প্রতি অ্যামওয়ে গ্লোবালের আস্থার উপর বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।"

বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ডের নতুন পদক্ষেপ

কলকাতা: বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড তার নতুন বন্ধন বিজনেস সাইকেল ফান্ড চালু করেছে, একটি ওপেন-এন্ডেড ইক্যুইটি প্রোগ্রাম যার একটি ব্যবসায়িক চক্র-ভিত্তিক বিনিয়োগ ধারণা। ঝুঁকি কমানোর জন্য এবং বাজারের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উন্নয়নের সুযোগগুলি দখল করার জন্য এই ফান্ড অর্থনৈতিক চক্রের সম্প্রসারণ, শীর্ষ, সংকোচন এবং মন্দা পর্যায়ে প্রতিক্রিয়া হিসাবে সেক্টর বরাদ্দ সক্রিয়ভাবে পরিবর্তন করে। নিউ ফান্ড অফার (NFO) ২০২৪ -এর ১০ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার খুলবে এবং এটি ২০২৪ -এর ২৪ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবারে শেষ হবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্তর্নিহিত উত্থান-পতনগুলি ব্যবসায়িক চক্রগুলিতে প্রতিফলিত হয়, যার প্রতিটিরই বিভিন্ন শিল্পের উপর পৃথক প্রভাব রয়েছে। ফান্ডটি সেক্টর নির্বাচনের একটি টপ-ডাউন পদ্ধতি ব্যবহার করে, শীর্ষের অন্তত তিনটিতে একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্থানের সন্ধান করে। এটি শক্তিশালী কোম্পানিগুলির উপর ফোকাস করে এবং ১৫% পর্যন্ত বৃহত্তর নগদ অবস্থানের সাথে লিকুইডিটি পরিচালনা করে বাজার মূলধন জুড়ে বৈচিত্র্য প্রদান করে। বন্ধন বিজনেস সাইকেল ফান্ড কৌশলগত

খাত বরাদ্দ সমন্বয়ের মাধ্যমে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে বিনিয়োগের সাথে মিল রেখে সর্বোচ্চ আয় বাড়ানোর প্রচেষ্টা করে।

বন্ধন এএমসি-এর সিইও বিশাল কাপুর বলেছেন, "একটি ৩৬০-ডিগ্রী কৌশল সহ, বন্ধন বিজনেস সাইকেল ফান্ড শিল্পের গতিশীলতা, ইক্যুইটি বাজারের প্রবণতা এবং অর্থনৈতিক চক্রের ব্যবহার করে নতুন সুযোগগুলি দখল করতে চায়। ফান্ডের উদ্দেশ্য হল রিটার্ন অপ্টিমাইজ করা এবং বাজারের অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় সেক্টর বরাদ্দ পরিবর্তন করে অর্থনৈতিক ঝুঁকি কমানো। বন্ধন বিজনেস সাইকেল ফান্ড সেই ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত যাদের বিনিয়োগের দিগন্ত এবং বৃহত্তর ঝুঁকির ক্ষুধা রয়েছে যারা তাদের পোর্টফোলিওগুলিকে বৈচিত্র্যময় করতে চান।"

আইটি কুইজ কম্পেটিশনের আয়োজন করেছে টিসিএস ও কর্ণাটক সরকার

বেঙ্গালুরু: টিসিএস গ্রামীণ আইটি কুইজ প্রোগ্রামের ২৫তম সংস্করণের জন্য রেজিস্ট্রেশন এখন উন্মুক্ত। টিসিএস হল আইটি পরিষেবা, পরামর্শ এবং ব্যবসায়িক সমাধানে একটি বিশ্বব্যাপী নেতা। কর্ণাটক সরকারের ইলেকট্রনিক্স, আইটি, বিটি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ এটি ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত। বেঙ্গালুরু টেক সামিট ২০২৪-এ ভারতের ছোট শহর ও জেলাগুলির ক্লাস অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য একটি কুইজ কম্পেটিশনের আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অনলাইন পরীক্ষা, ভার্চুয়াল এবং শারীরিক রাউন্ড, তবে এটি সিটি কর্পোরেশন সীমার মধ্যে স্কুলগুলির জন্য উন্মুক্ত নয়। টিসিএস গ্রামীণ আইটি কুইজ ব্যাঙ্কিং, শিক্ষা, বিনোদন এবং আরও অনেক কিছু সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং এআই এবং ক্লাউড কম্পিউটিং, ব্যবসা এবং মাল্টিমিডিয়ার মতো ক্ষেত্রগুলিতে এর প্রভাব অন্বেষণ করবে। ভারত জুড়ে মোট আটটি আঞ্চলিক ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে এবং এর বিজয়ীরা ২০২৪ সালের নভেম্বরে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত জাতীয় ফাইনালে অংশগ্রহণ করবে। পাশাপাশি, আঞ্চলিক বিজয়ীরা এবং রানার্সআপরা উপহার ভাউচার এবং টিসিএস শিক্ষা বৃত্তি পাবে। শিক্ষার্থীরা ১ম অক্টোবর, ২০২৪ এর মধ্যে কুইজের জন্য নিবন্ধন করতে পারে। আগের সংস্করণে ভারত জুড়ে ৫.৫ লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। টিসিএস, কর্ণাটক সরকারের সাথে অংশীদারিত্বে, ২০০০ সাল থেকে গ্রামীণ আইটি কুইজের আয়োজন করে আসছে। এটি ছোট শহর ও জেলাগুলির শিক্ষার্থীদের মধ্যে আইটি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য, ২১ মিলিয়নেরও বেশি ছাত্রদের কাছে পৌঁছেছে এবং লিমকা বুক অফ রেকর্ডস দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে।

নতুন ম্যাগনেট সিরিজ লঞ্চ করেছে ওসা

মুম্বাই: ওসা, সুগন্ধি শিল্পের একটি শীর্ষ নেতা, তার নতুন মাস্টারপিস, ম্যাগনেট সুগন্ধি সংগ্রহ লঞ্চের ঘোষণা করেছে। এই অতুলনীয় সুগন্ধিটি মার্জিত অথচ অতি সাশ্রয়ী মূল্যে উপলব্ধ, যা ক্রমাগত মান উন্নত করে চলেছে। ম্যাগনেট কালেকশনটি কামুক অ্যাডভেঞ্চার অনুভব করার সুযোগ দেয়, যা সমস্ত অনুষ্ঠান এবং ব্যক্তিত্বের জন্য একেবারে উপযুক্ত। ওসা-এর প্রতিটি পারফিউম গুণমান, উদ্ভাবন এবং বিশ্বের সেরা উপাদানগুলি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। ওসা-এর ম্যাগনেট অ্যাকোয়াতে রয়েছে জেস্টি বার্গামট, ফ্রস্টেড অ্যাপল এবং স্পিকাটা মিন্টের মত উদ্বোধনী নোট, যা আপনাকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবে। এই সুগন্ধিটি সিডারউড এবং ভ্যানিলার একটি আরামদায়ক বেসে তৈরী, যা দিনের পরিধানের ক্ষেত্রে একেবারে আদর্শ। ম্যাগনেট ফ্রেশ হল সাইট্রাস এবং স্পাইসের একটি মিশ্রণ যা অ্যাডভেঞ্চারাস ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত। ওসার আরেকটি অসাধারণ ম্যাগনেট পারফিউম হল ম্যাগনেট অরিজিনাল, এতে রয়েছে তাজা লেবু, ম্যান্ডারিন এবং বার্গামোট। এর সংবেদনশীল গন্ধ বহিরাগত এলাচ এবং গোলাপের একটি জটিল ট্যাপেস্ট্রি প্রদর্শন করে। তবে যারা ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ তাদের জন্য ম্যাগনেট ফ্লোরাল একটি আদর্শ পছন্দ, যা মশলাদার মরিচের বিস্ফোরণ এবং মিষ্টি ক্যাসিসের নোটগুলির সাথে তৈরী। ম্যাগনেট ফ্লোরাল ডেট নাইটের জন্য একটি নিখুঁত

পছন্দ। ম্যাগনেট সিরিজের অউড, ভ্রমণকে আরো রোমাঞ্চক করে তোলে, এর গন্ধটি ইউনিসেক্স এবং জাফরান এবং ল্যাভেন্ডারের আকর্ষণীয় শীর্ষ নোট দিয়ে তৈরী। এর গভীর প্যাচৌলি এবং অ্যাম্বার আনুষ্ঠানিক পার্টি এবং বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য একটি আদর্শ বিকল্প। এই এক্সক্লুসিভ ডিসকভারি সেটের প্রতিটি সুগন্ধির পাঁচটি ১৫এমএল বোতল অফার করেছে, যা সুগন্ধি উৎসাহীদের তাদের স্বাক্ষর গন্ধ অন্বেষণ করার সুযোগ দেয়। প্রতিটি সুগন্ধি দক্ষতার সাথে তৈরি করা হয়েছে যাতে আপনি আপনার কোলন গেমটিকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে পারেন এবং আপনার অনন্য ব্যক্তিত্বকে মার্জিতভাবে প্রকাশ করতে পারেন। কোম্পানি, গ্রাহকদেরকে তাদের মনোমুগ্ধকর সুগন্ধের জগতে প্রবেশ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছে, যা গ্রাহকদের অনন্য ব্যক্তিত্বকে প্রকাশিত করবে।

ভারতের টেলিকম ক্ষেত্রে ডেটা নিরাপত্তার শংসাপত্র অর্জনে ভি

শিলিগুড়ি: ভি, নেতৃস্থানীয় টেলিকম অপারেটর, ভারতে প্রথম পেমেন্ট কার্ড ইন্ডাস্ট্রি-ডেটা সিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ড এডিশন 8.০ (PCI DSS 4.0) সার্টিফিকেশন পাবে। এই সার্টিফিকেশন নিশ্চিত করে যে ভি-এর রিটেইল দোকান এবং পেমেন্ট চ্যানেল গ্রাহকের অর্থপ্রদানের তথ্য সুরক্ষিত রাখতে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেয়। PCI DSS 4.0 হল সবচেয়ে কঠোর নিরাপত্তা প্রোটোকল যা ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ড লেনদেন পরিচালনাকারী সংস্থাগুলিকে ডেটা লঙ্ঘন এবং জালিয়াতি থেকে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ভি-এর এই কৃতিত্ব গ্রাহকের ডেটা সুরক্ষিত করার প্রতি তার প্রতিশ্রুতির প্রদর্শন এবং টেলিকম ইন্ডাস্ট্রিজে একটি নতুন বেঞ্চমার্ক সেট করেছে।

ভি-এর সিটিও জগবীর সিং বলেন, "ভি-তে, গ্রাহকের ডেটা নিরাপত্তা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। PCI DSS 4.0 সার্টিফিকেশন অর্জন সর্বোত্তম নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রতি আমাদের নিবেদনের প্রদর্শন। আমরা ভারতের প্রথম টেলিকম অপারেটর হিসেবে এটি গ্রহণ করতে পেরে গর্বিত।"এই সার্টিফিকেশন অর্জনে ভিস্তা ইনফোসেক, একটি বিখ্যাত নিরাপত্তা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করেছে। ভিস্তা ইনফোসেক-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক নরেন্দ্র সাহু, গ্রাহকের অর্থপ্রদান সুরক্ষিত করার জন্য ভি-এর প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করেছেন।এই শংসাপত্র ভারতে প্রথম টেলিকম অপারেটর হিসাবে ভি-এর পূর্বে SOC2 টাইপ টু অর্জনকে মনে করায়।

পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ এমজেএন মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: জুনিয়র চিকিৎসকদের কর্মবিরতিতে রয়েছেন। তার মধ্যে 'এমআরআই' পরিষেবাও বন্ধ ছিল এক সপ্তাহের উপরে। কিছু ওষুধও হাসপাতালে মিলছে না বলে অভিযোগ। ৩১ আগস্ট কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজের সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এমএসভিপি সৌরদীপ কর এবং রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় একাধিক ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। তার আগে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে একটি বৈঠকও হয়। যেখানে ওই দু'জন ছাড়াও হাজির ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ নির্মল কুমার মন্ডল। সেখানেই ওই পরিষেবার বিষয়গুলি ওঠে আসে। অধ্যক্ষ বলেন, "আমাদের বর্হিবিভাগে মাঝে একটি সমস্যা হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। বর্হিবিভাগে রোগীর সংখ্যা এখন অনেকটাই আগের মতো। জুনিয়র চিকিৎসকদের একটি অংশ বিশেষ করে ইন্টার্ন আছে যারা তারা এখনও কাজে যোগ দেয়নি। তবে হাউস স্টাফ বা সিনিয়র রেসিডেন্টরা প্রায় প্রত্যেকেই কাজ করছেন। এটা শুধু আমার এখানে সমস্যা নয়। সব মেডিক্যাল কলেজে একই অবস্থা। ধীরে ধীরে সব স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছি।"

মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইদিন বর্হিবিভাগে সাতশো জনের মতো নতুন রোগী এসেছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ দাবি করেন, নতুন-পুরনো সবমিলিয়ে প্রায় দেড় হাজার রোগী এদিন বর্হিবিভাগে চিকিৎসক দেখিয়েছেন। যা আর পাঁচটি শনিবারের মতো স্বাভাবিক। যদিও অভিযোগ রয়েছে, মেডিক্যাল কলেজের রোগী সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক কম। সেই সঙ্গে হাসপাতালে সমস্ত ওষুধ মিলছে না বলেও এক-দু'জন রোগী অভিযোগ করেন। সে কারণে হাসপাতালের মধ্যে থাকা ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানে যেতে হয়। সেখানেও সব ওষুধ পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ। তাই বাইরে থেকেও ওষুধ কিনতে হয়। এমআরআই বিভাগে প্রতিদিন পঞ্চাশ জনের মতো রোগী ভিড় করতেন। তা খারাপ হওয়ায় রোগীদের এখন বেসরকরি জায়গায় যেতে হচ্ছে।

এমএসভিপি বলেন, "রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানকে নিয়ে আমরা একসঙ্গে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেছি। তাতে যা যা খামতি উঠে এসেছে তা পূরণ করার চেষ্টা করব। তার মধ্যে এমআরআই মেশিন খারাপ হয়ে আছে, তা দ্রুত ঠিক করা হবে। বর্হিবিভাগের পরিষেবা এখন অনেকটাই স্বাভাবিক।" পরিচালন সমিতির সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "পরিষেবার দিক থেকে কারও যাতে কোনও অসুবিধে না হয় তা দেখা হচ্ছে।"

পুলিশ-বিজেপি খন্ডযুদ্ধ, আটক নিশীথ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পুলিশ-বিজেপি কর্মী খণ্ডযুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহার। ২ সেপ্টেম্বর আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার কোচবিহার জেলাশাসকের অফিস ঘেরাও অভিযান ছিল বিজেপির। বেলা আড়াইটা নাগাদ পার্টি অফিস থেকে মিছিল নিয়ে বিজেপি কর্মীরা জেলাশাসকের দফতরের সামনে পৌঁছায়। সেখানে আগে থেকেই পুলিশ বাঁশের ব্যারিকেড তৈরি করে রেখেছিল। বিজেপি কর্মীরা সেই ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করলে জল কামান চালায় পুলিশ। প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে দুইপক্ষের মধ্যে লড়াই চলে। পুলিশকে লক্ষ্য করে পাল্টা ইট বৃষ্টি চলতে থাকে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠি চালায় পুলিশ। পর পর কাঁদানে গ্যাসের সেলও ফাটানো হয়। তাতে অনন্তপক্ষে ৪০ জন বিজেপি কর্মী জখম হয়েছে বলে দাবি। তাদের মধ্যে ৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মীও জখম পেয়েছেন। ৪ জন মহিলা পুলিশ কর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পুলিশ সুপারের অফিস লক্ষ্য করেও পাথর ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ওই ঘটনায় প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক সহ ২২ জনকে আটক করে পুলিশ। তার মধ্যে ৭ জন মহিলা। কোচবিহারের পুলিশ জেলা তরফে জানানো হয়, পুলিশের কাজে বাঁধা দেওয়া। পুলিশের উপর হামলা সহ একাধিক ধারায় ২২ জনকে আটক করা হয়েছে। কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা জানান, ওই ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিজেপি দাবি করেছে, পরিকল্পিতভাবে শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপরে হামলা করেছে পুলিশ। নিশীথ বলেন, "শান্তিপূর্ণ ভাবে মিছিল করে আমরা আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে জেলাশাসকের দফতরে গিয়েছি। সেই সময় রাস্তায় পুলিশ আমাদের আটকে দেয়। শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর লাঠিচার্জ করে। জলকামান ও কাঁদানে গ্যাসের সেল ছুঁড়ে দেওয়া হয়। তাতে আমাদের অনেকেই জখম হয়েছেন। আরজি করে যেদিন দুষ্কৃতীরা হামলা করেছিল সেদিন ওই পুলিশ কিছু করতে পারেনি। এভাবে আমাদের আন্দোলন দমিয়ে রাখা যাবে না।" বিজেপির আগাম ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী এদিন বেলা দুটো নাগাদ মিছিল করে জেলাশাসকের দফতরের সামনে পৌঁছায় বিজেপির মিছিল। আগে জেলাশাসকের অফিস দু'দিক থেকে বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে রাখে পুলিশ। প্রচুর পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার চন্দন দাস, আইসি কোতয়ালি তপন পাল সেখানে ছিলেন। মিছিল পৌঁছাতেই পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হয়। নিশীথের সঙ্গে বচসা শুরু হয় পুলিশ আধিকারিকদের। নিশীথ ছাড়াও মিছিলে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায়, দুই বিধায়ক মালতী রাভা রায় ও মিহির গোস্বামী।

বচসার সময়েই বেশ কয়েকজন কর্মী পুলিশের

বাঁধা টপকে ব্যারিকেড ভাঙতে শুরু করলে জলকামান ছুঁড়তে শুরু করে পুলিশ। বিজেপির মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু নিশীথ প্রামাণিক ও মালতী রাভা রায় তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন ব্যারিকেডের সামনে। নিশীথ এখনও জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পায়। সেই নিরাপত্তারক্ষীরা নিশীথকে ঘিরে রাখেন। এর মধ্যেই পুলিশ তাঁদের ঘিরে ফেলে নিশীথকে আটক করতে গেলে তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা শুরু হয়ে যায়। ওই অবস্থার মধ্যেই নিশীথকে পুলিশ সুপারের অফিসে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা। পরে নিশীথকে পুলিশ লাইনে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা হয়। তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "বিজেপি পরিকল্পিতভাবে অরাজক পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করেছে।"

তৃণমূলের চামড়া তুলে নেওয়ার হুঁশিয়ারি শুভেন্দু'র

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙ্গা: আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তৃণমূলের চামড়া তুলে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ১০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দুপুর দেড়টা নাগাদ বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে মাথাভাঙ্গায় পৌঁছান শুভেন্দু। সেখানে আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে সামিল হওয়া এক শিল্পী প্রদ্যুৎ সাহার উপরে হামলার অভিযোগ উঠেছিল শাসক দলের বিরুদ্ধে। তার প্রতিবাদেই এদিন মাথাভাঙ্গায় মিছিল ও সভার দেয় বিজেপি। সেখানেই যোগ দেন শুভেন্দু। মাথাভাঙ্গা চৌপথি থেকে বিজেপির মিছিলে যোগ দেন শুভেন্দু। গোটা শহর ঘুরে ফের চৌপথিতে যায়। সেখানে একটি সভা হয়। মিছিলে স্লোগান তোলেন শুভেন্দু। তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করেন শুভেন্দু। বক্তব্য দিতে ওঠে শুভেন্দু বলেন, "এখানে এসেছি কেন জানেন? আমার বোন, আপনার মেয়ে, ছোট ছেলেমেয়েদের দিদি যেভাবে সরকারি হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুন হয়েছে, কেউ মেনে নিয়েছেন আপনারা? এটা সরকারি ধর্ষণ খুন। ১৪ ই আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর গোটা পশ্চিমবঙ্গ রাস্তায় নেমেছে। আমরা সবাই রাস্তায় আছি। এখানকার নাগরিকরা,

শিল্পীরা ওই ঘটনার প্রতিবাদে মোমবাতি জ্বালাচ্ছিলেন, প্রদীপ জ্বালাচ্ছিলেন, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' বলছিলেন। তাদের উপর হামলা হয়েছে। এখানকার পুরপ্রধান, এখানকার তৃণমূলের ব্লক সভাপতি হামলা করেছে। এখানকার পুলিশের আইসি, ওসির মদতে হয়েছে। বিজেপি তার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে।"

এদিন শুভেন্দু লোকসভা ভোট ও সন্ত্রাস নিয়েও সরব হন। তিনি বলেন, "আপনারা জানেন লোকসভা নির্বাচনের পরেই আপনাদের উপরে বিপুল আক্রমণ হয়েছে। দিনহাটা কোচবিহার শীতলকুচি, সিতাই, নাটাবাড়ি কোথাও বাকি রাখেনি। তৃণমূলের গুন্ডার জোর করে পঞ্চায়েত সদস্যদের দলে যোগ করিয়েছে। চুরি করে পঞ্চায়েত পুরসভা দখল করেছি। ডাকাতি করে নিশীথকে হারিয়েছি। তার মানে কি বিরোধীরা শেষ হয়ে গিয়েছে, বিরোধীরা শেষ হয়নি। বিরোধীরা শেষ হয়নি। আজকে মাথাভাঙ্গায় ট্রেলার দেখিয়ে গেলাম সিনেমার পরেরবার দেখাবো।" এরপরেই তিনি বলেন, "আমি তো চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলি পুলিশ বাবা পার করেগা। পুলিশ যদি এদের কাছে না থাকে, এদের চামড়া তুলে ডুগডুগি বাজাতে কোচবিহারের মানুষের এক মিনিট সময় লাগবে না।" তিনি আরও বলেন, "আমাকে সকালবেলা একজন মেসেজ করে বলছে বেশি করে সিকিউরিটি নিয়ে আসবেন। আমি বলছি তোমার নাম কি? এইসব ভন্ডামি, মাস্তানি-দাদাগিরি চলবে না। সিপিএম একসময় এসব করতো এখন বিধানসভায় শূন্য।" তিনি বলেন, "আমাদেরই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের উপরে ভরসা রাখুন। অনেকটা সাফ করেছি, বাকিটা সাফ করব আপনারা প্রস্তুত তো? আমাদের পঞ্চায়েত গুলোকে জোর করে ঢুকিয়েছে শাসক দলে। প্রত্যেকের মন এখানে আছে। প্রত্যেকেই আমাদের ফোন করেন।" শুভেন্দুকে পাল্টা বিঁধেছে তৃণমূল। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে ও শান্তির দাবিতে আমরা রাস্তায় আছি। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীরা রাজনীতি করছেন।"

পাশবিক ঘটনা যারা ঘটাচ্ছেন তাদের চৈতন্য হোক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহারে ঝটিকা সফরে এসে মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিলেন অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরামের জেনারেল সেক্রেটারি ও সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখার্জি। এইদিন তাকে আরজি কর প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে ঘটনা ঘটেছে অত্যন্ত মর্মান্তিক ও দুঃখজনক তিনি আরো বলেন, সমাজে যে এইসব ঘটনা ঘটছে এটি একটি সামাজিক ব্যাধি রূপে পরিণত হয়েছে। এই সামাজিক ব্যাধি থেকে আমাদের বেরোতে হবে। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব যারা এসব করছে তাদের চৈতন্য হোক এবং চৈতন্য হলেই এরকম পাশবিকতা থেকে মুক্ত হবে। তাছাড়াও তিনি জানান কোচবিহার আমার আমার খুব পছন্দের জায়গা, আমি প্রায়শই এখানে আসি এবং শ্রী শ্রী মদনমোহন ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে যাই। আশা করব কোচবিহার বাসি সকলেই ভালো থাকবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96